সুযোগে ইব্রাহীম (আঃ) পূজা ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, প্রতিমাগুলির সম্মুখে দুধ, কলা, মিঠাই-মণ্ডা ইত্যাদি ভেঁটস্বরূপ রাখা আছে। ইব্রাহীম (আঃ) এই সকল কার্যে এবং এই কার্য বিশ্বাসীদের ব্যঙ্গপূর্বক প্রতিমাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কি হে! তোমরা খাও না কেন? নিরুত্তর রহিয়াছ কেন? ইহা বলিতে বলিতে তিনি সেইগুলিকে কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং দেশবাসীকে মূল বিষয় বুঝাইবার পরিকল্পিত যুক্তি-তর্কের ভূমিকা দাঁড় করার জন্য শুধু বড় প্রতিমাটিকে বাকী রাখিয়া কুঠারখানা উহার কাঁধেই ঝুলাইয়া রাখিলেন।

দেশবাসী মেলা হইতে আসিয়া এই অবস্থা দেখিতে পাইল; অবশেষে তাহারা ইব্রাহীম (আঃ)-কে ডাকিয়া আনিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে ইব্রাহীম! আমাদের মাবুদগুলির সঙ্গে এই ব্যবহার তুমি করিয়াছ কি? তদুত্তরে ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন بل فعله كبيرهم هذا "বরং (আমি বলি,) উহাদের এই বড়টাই এই কাণ্ড করিয়াছে।" এই উক্তিটির তাৎপর্য দুই রকম হইতে পারে। একটি এই যে, নিজে নির্দোষ-নিরপরাধ হওয়ার জন্য অভিযোগ খণ্ডন করিতে যাইয়া অবাস্তবরূপে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দেওয়া। আর একটি এই যে, অভিযোগ খণ্ডন উদ্দেশ্য নহে, বরং উদ্দেশ্য হইল একটি বিশেষ বাস্তব সত্য শ্রোতৃবৃন্দকে সহজে উপলব্ধি করাইবার ও গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত ভূমিকা ও কৌশলস্বরূপ একটি সাময়িক দাবী শুধুমাত্র সম্ভাব্য পরিকল্পিত আকারে কথার কথারূপে দাঁড় করানো– যাহাতে উহার উপর অন্য একটি বিষয় উপস্থাপনপূর্বক তাহা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সত্যটাকে সহজে প্রমাণিত করা যায়।

এই স্থলে দ্বিতীয় তাৎপর্যটিই হযরত ইব্রাহীমের উদ্দেশ্য। তিনি দেশবাসীর গর্হিত মাবুদ– প্রতিমাগুলির জড়তা ও অক্ষমতা তাহাদের চোখে দেখাইয়া দিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর অক্ষম জড় বস্তুগুলি মাবুদ ও উপাস্য হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্য শ্রোতৃবর্গকে সহজে স্বীকার করায় বাধ্য করিবার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) কৌশলরূপে সাময়িকভাবে এই দাবী দাঁড় করিলেন। এই সূত্রে আলোচ্য উক্তির মর্ম এই যে, যখন দেশবাসী ইব্রাহীম (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এই কাণ্ড করিয়াছ হে ইব্রাহীম!" তখন ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আসল উদ্দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ভূমিকাস্বরূপ সাময়িকভাবে সম্ভাব্য একটি পরিকল্পিত দাবী তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন যে, মনে কর– আমি এরূপ দাবী করিতেছি যে, "আমি করি নাই বরং এই বড়টাই করিয়াছে।"

এই সাময়িক দাবীর উপর তিনি আর একটি বিষয় উপস্থাপনপূর্বক বলিলেন, فسئلوهم ان كانوا ينطقون এখন তোমরা তোমাদের এই মাবুদগণকে জিজ্ঞাসা কর (আমার এই দাবী মিথ্যা হইলে তাহারাই আমাকে দোষী প্রমাণ করিবে); যদি তাহাদের (অন্তত) কথা বলিবার শক্তি থাকে।

অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখা যায়, বড় মাছে ছোট মাছ খায়, বড় রাজা ছোট রাজাকে ধ্বংস করে। তদ্রূপ এখানেও সম্ভবত বড় মাবুদটাই ছোট মাবুদগুলিকে ধ্বংস করিয়াছে। মনে কর– আমি এই সম্ভব দাবীটাই তোমাদের সম্মুখে পেশ করিতেছি; এখন যদি আমার দাবী মিথ্যা হয় তবে তাহারাই মূল ঘটনা ব্যক্ত করুক যদি তাহাদের কথা বলার শক্তি থাকে। আর যদি তাহাদের কথা বলিবার শক্তিও নাই, এমনকি তাহাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা হইলেও নিজেদের নির্দোষ হওয়া প্রমাণ করিবার পর্যন্ত ক্ষমতাটুকু তাহাদের নাই, তবে তাহারা মাবুদ– উপাস্য তথা খোদা কিরূপে হইতে পারে?

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই যুক্তি তাহাদের বিবেকের উপর এত গভীর রেখাপাত করিল যে, উহার প্রতিক্রিয়ায় তাহাদের অন্তরে সত্যের প্রবল স্রোত বহিতে লাগিল, যাহাকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাতে মগ্ন হইয়া নিজেদের দোষের স্বীকৃতি দিতে লাগিল। কোরআনের বর্ণনায় রহিয়াছে-

فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظلمون - ثم نكسوا ....

"ফলে তাহারা নিজেরাই মনে মনে চিন্তা করিল এবং পরস্পর বলাবলি করিল, বস্তুতঃ তোমরাই অন্যায়কারী। (ইব্রাহীম ঠিকই বলিতেছে; অক্ষম জড় পদার্থগুলি মাবুদ হয় কিরূপে?) অতঃপর লজ্জায় তাহাদের মাথা হেট হইয়া গেল এবং নিজেরাই ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলিল, তুমি ত জানই, ইহারা কথা বলিতে পারে না।" (পারা- ১৭; রুকু- ৫)

ইব্রাহীম (আঃ) যখন দেখিলেন, তাঁহার যুক্তি তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তখন তিনি মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় পরম প্রতাপের সহিত তাহাদের ভর্ৎসনা করিলেন-

قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولايضركم -

"ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, এই সবগুলির জড়তা ও অক্ষমতা চাক্ষুষ দেখিবার পরও তোমরা পূজা উপাসনা করিতেছ সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত এমন কতগুলি জড় বস্তুর, যেগুলি তোমাদের কোন প্রকার উপকার বা অপকার করিতে পারে না। (অর্থাৎ একেবারেই অক্ষম অচেতন।) ধিক্ তোমাদের উপর এবং ঐ সব মনগড়া মাবুদগুলির উপর, যেগুলিকে উপাস্য বানাইয়া রাখিয়াছ আল্লাহর স্থলে। তোমরা কি জ্ঞানহারা বোধ-বুদ্ধিহীন গর্দভ?"

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করিয়াছেন কি? ইব্রাহীম (আঃ) بل فعله كبيرهم هذا "তাহাদের বড়টাই এই কাণ্ড করিয়াছে"- এই সাময়িক দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া মূল সত্যকে কি সুন্দর ও সহজরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেন এবং শ্রোতাদের ভ্রান্তি ধরাইয়া দিতে প্রয়াস পাইলেন।* ইহাকে মিথ্যা বলা হয় না; ইহাকে বলা হয় فرض المحال لتبكيت الخصم বিপক্ষকে সহজে নিরুত্তর ও কাবু করিবার উদ্দেশে সাময়িক পরিকল্পিত দাবী।" ইহা তর্কশাস্ত্রের একটি বিশেষ কৌশল।

অবশ্য ইহার বাহ্যিক অর্থ যেহেতু অবাস্তব, তাই ইব্রাহীম (আঃ) হাশর ময়দানের ভয়-ভীতির সময় ইহাকে মিথ্যা গণ্য করিয়া আতঙ্কিত হইবেন।

বিবি হাজেরার বনবাস ও মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আলোচ্য হাদীছের অর্থ ও উদ্দেশ্য ইহা প্রতিপন্ন করা নহে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তিনটি ঘটনায় মিথ্যা বলিয়াছেন। "নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা", বরং এই হাদীছের তাৎপর্য হইল- ইব্রাহীম (আঃ) হাশরের দিন এই বলিয়া শংকা প্রকাশ করিবেন যে, "আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম" সেই তিনটি বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপন্ন করা যে, এই বিষয় তিনটিও বস্তুতঃ মিথ্যা ছিল না, অতএব এই ঘোষণা দেওয়া নিতান্তই সত্য ও বাস্তব যে, ইব্রাহীম (আঃ) জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নাই।

---

* পূর্ব বর্ণিত জনৈক বাঙ্গালী পণ্ডিত হাদীছখানার তাৎপর্য বিপরীত বুঝিয়া তথাকথিত "তফসীরুল কোরআনে" এই হাদীছখানার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি নিজের স্বল্প জ্ঞানহেতু ভুলে পতিত হইয়া নানারূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছেন- হাদীছকে এনকার করিয়াছেন, হাদীছ বর্ণনাকারীদের প্রতি ক্ষেপিয়াছেন। এমনকি চরম ধৃষ্টতায় বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি বেআদবী করতঃ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এইটা আবু হোরায়রার গর্হিত বয়ান এবং বোখারী-মুসলিম শরীফে উল্লেখ হইয়া থাকিলেও পণ্ডিত মিয়া ইহাকে হাদীছ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

এই সকল প্রলাপোক্তির একমাত্র কারণ হইল, হাদীছখানার মূল তাৎপর্য পৌঁছিবার অসামর্থতা। তিনি বুঝিয়াছেন যে, ইহাতে হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা বলা প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুতঃ ইহা এই হাদীছের বাস্তব তাৎপর্য নহে, বরং ইহা পণ্ডিত মিঞার অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী প্রসূত বক্র ও ভুল ধারণা হইতে সৃষ্ট। হাদীছখানার সঠিক তাৎপর্য পাঠক উপলব্ধি করুন।

পণ্ডিত সাহেব আবু হোরায়রা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ক্ষেপিয়াছেন, কিন্তু আনাছ (রাঃ), হাম্মাম (রাঃ) ও আবু ছায়ীদ (রাঃ) সাহাবীগণের হাদীছসমূহেও আছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই হাশরের দিন বলিবেন, আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম; এই সব হাদীছ সম্পর্কে তিনি কি বলিবেন এবং উক্ত ছাহাবীগণ সম্পর্কে কি মন্তব্য করিবেন?

১৬৩৫। হাদীছ ঃ আব্দুলাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে*) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভে ইসমাঈল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিলেন (মাতৃ জাতির মানবীয় স্বভাবের প্রবণতায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী ছারাহ্ (রাঃ) ও বিবি হাজেরার মধ্যে গরমিলের সৃষ্টি হইল। (হাজেরা (রাঃ) তাহা দূর করায় সচেষ্ট হইলেন।) বিবি হাজেরাই প্রথম নারী যিনি পরিচারিকা নারীদের কোমরে পরিকর বা কোমরবন্ধ বাঁধার রীতি অবলম্বন করেন। তিনি সাধারণ পরিচারিকার ন্যায় কোমর বাঁধিয়া বিবি ছারার মনের আবিলতা দূর করার উদ্দেশে সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। (কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল, এমনকি বিবিদ্বয়ের মধ্যেকার মনের আবিলতায়) যখন ইব্রাহীম (আঃ) এবং বিবি ছারার মধ্যেও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইল তখন (আল্লাহ তাআলার আদেশ ক্রমে) ইব্রাহীম (আঃ) শিশু পুত্র ইসমাঈল ও বিবি হাজেরা (রাঃ)-কে (দেশান্তরিত করার জন্য) লইয়া বাহির হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি মোশকে পানি ছিল– তাঁহারা পথিমধ্যে তাহা পান করিতেন এবং ইসমাঈল মাতার দুগ্ধ পান করিত। এইভাবে তাঁহারা মক্কা নগরীর বর্তমান অবস্থাস স্থলে পৌঁছিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) বিবি হাজেরা ও শিশুকে বড় একটি বৃক্ষের নীচে রাখিলেন। তখন এই এলাকায় কোন মানুষ ছিল না, পানিরও কোন ব্যবস্থা ছিলা না। তিনি তাঁহাদের নিকট শুধুমাত্র একটি থলিয়ার মধ্যে কিছু খুরমা এবং মোশকের মধ্যে অল্প পরিমাণ পানি দিয়া আসিলেন। এই অবস্থায় শিশু ও তাঁহার মাতাকে তথায় রাখিয়া ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার (ফিলিস্তীনস্থ) গৃহজনের দিকে রওয়ানা হইলেন।

যখন ইব্রাহীম (আঃ) শিশু ও শিশুর মাতাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, তখন হাজেরা (রাঃ) তাঁহার পিছনে ছুটিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন–

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا فِىْ هٰذَا الْوَادِىْ الَّذِىْ لَيْسَ فِيْهِ اَنِيْسٌ وَلاَ شَئٌ -

"হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলিয়া যাইতেছেন? অথচ আমাদিগকে এমন স্থানে ফেলিয়া যাইতেছেন যেখানে কোন মানুষ নাই, পানাহারের কোন ব্যবস্থা নাই।" বার বার এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেদিকে মোটেই তাকাইতে ছিলেন না– তাঁহার দৃষ্টি ও গতি সম্মুখ দিকেই।

অবশেষে হাজেরা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন الله امرك بهذا আপনি কি আল্লাহর আদেশে এই ব্যবস্থা করিলেন? ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, نعم হাঁ। জবাব শুনিয়া হাজেরা (রাঃ) সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, اذن لايضيعنا "তাহা হইলে আমাদের কোন ভয় নাই– আল্লাহ আমাদিগকে হালাক করিবেন না।" হাজেরা (রাঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, الى من تتركنا আপনি আমাদিগকে এই জনশূন্য এলাকায় কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছেন? ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছিলেন, الى الله আল্লাহর আশ্রয়ে ইহা শ্রবণে বিবি হাজেরা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, رضيت আল্লাহর আশ্রয়ে আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট" –এই বলিয়া তিনি হযরত ইব্রাহীমের পেছন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইব্রাহীম (আঃ) শিশুপুত্র ও তাঁহার মাতাকে ত্যাগ করিয়া পেছন দিকে না তাকাইয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন গিরিপথের বাঁকে পৌঁছিলেন যেখান হইতে স্ত্রী-পুত্র চোখের নজরে পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তখন কা'বা গৃহের (স্থানের) প্রতি মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাত উঠাইয়া দোয়া করিলেন–

رَبَّنَا اِنِّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ -

* এই হাদীছ বর্ণনার প্রারম্ভে স্পষ্ট উল্লেখ নাই যে, এই বিবরণ ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে শুনিয়াছেন; কিন্তু ইহা অবধারিত যে; তিনি এই বিবরণ হযরত (সঃ) হইতে শুনিয়াছেন। কারণ, প্রারম্ভে উহার উল্লেখ না থাকিলেও হাদীছখানার বিবরণের মধ্যে একাধিক স্থানে সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

"হে পরওয়ারদেগার! আমি জনশূন্য মরুর বুকে আমার পরিজনের বসতি স্থাপন করিয়া যাইতেছি তোমার সম্মানিত ঘরের নিকটে, এই উদ্দেশে যে, তাহারা নামায তোমার এবাদত-বন্দেগী) ভাল ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবে। প্রভু হে! তুমি আরও লোকের মন এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দাও যেন উহার জনশূন্যতা দূর হইয়া যায়। আর ফলফলারি খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া পানাহারের সুব্যবস্থা করিয়া দাও; যাহাতে তোমার নেয়ামত উপভোগ করিয়া মানুষ তোমার শোকরগুজারী করিবে। (পারা– ১৩; রুকু– ১৮)

বিবি হাজেরা (রাঃ) হযরত ইব্রাহীমের পিছন হইতে নিজ স্থানে চলিয়া আসিলেন: মোশকের পানি নিজে পান করিতেন এবং শিশুকে বুকের দুধ পান করাইতেন। কিছু দিনের মধ্যেই পানি ফুরাইয়া গেল। তখন নিজেও ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হইলেন এবং শুষ্কতার দরুন বুকের দুধ না থাকায় শিশুও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। এমনকি চক্ষের সামনে শিশু পুত্র পিপাসায় ছটফট করিতে লাগিল। তখন চোখের সামনে শিশু-পুত্রের এই করুণ অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া হাজেরা (রাঃ) তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং নিকটতম "সাফা" পর্বতের উপর উঠিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন যে, কাহারও কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা; কিছুর খোঁজই নাই। সুতরাং তিনি দ্রুত সাফা পর্বত হইতে নামিয়া সম্মুখস্থ "মারওয়া" পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। (এর মধ্যে তিনি শিশু ইসমাঈলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছিলেন।) সাফা পাহাড় হইতে নামিয়া একটু সম্মুখের স্থানটি তখন যথেষ্ট নীচু, (তথা হইতে শিশু-পুত্র দৃষ্টির আড়াল হইত, তাই) উহা অতিক্রম করিতে তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্তের ন্যায়ই দৌড়িয়া চলিলেন। অতঃপর "মারওয়া" পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে তাকাইলেন, কিন্তু কোন কিছুর খোঁজ পাইলেন না। এইরূপে বিচলিত হইয়া তিনি (আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিতে করিতে এবং আল্লাহকে ডাকিতে ডাকিতে) উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন, এমনকি বারংবার একটি হইতে অপরটিতে যাওয়ার সংখ্যা সাতের সংখ্যায় পৌঁছিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) উক্ত ঘটনার প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, বিবি হাজেরা কর্তৃক উক্ত পাহাড়দ্বয়ে আসা-যাওয়া করার স্মরণেই আজও হজ্জ সমাপনকারীগণ হজ্জের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে (বিভিন্ন দোয়া ও যিকির করতঃ) সাতবার সা'য়ী বা আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন। (এমনকি উল্লিখিত নীচু স্থানটি যদিও বর্তমানে সমতল,* তবুও শরীয়তের নির্দেশানুসারে তাহাকে বিবি হাজেরার ন্যায় দৌড়িয়া অতিক্রম করিতে হয়।)

বিবি হাজেরা (রাঃ) সপ্তম বার "মারওয়া" পাহাড়ে উঠিবার পর শিশু পুত্রের অবস্থা দেখার জন্য শিশুর নিকট চলিয়া আসার ইচ্ছা করিলে হঠাৎ একটি শব্দ শুনিলেন। তিনি পূর্ণ মনোযোগের সহিত ঐ শব্দের প্রতি ধ্যান দিলেন এবং পুনরায় শব্দ শুনিলেন।

এইবার তিনি বলিলেন, তোমার আওয়াজ ত শুনাইয়াছ; সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা তোমার নিকট থাকিলে সাহায্য কর। তখন তিনি (বর্তমান) যমযম কূপের স্থানে একজন ফেরেশতা দেখিলেন, তিনি

---

* বিগত ১৯৫০ সনে আমি নরাধমের আল্লাহর ঘরের মহান দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তখন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় এবং তাহার মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণরূপে হেরেম শরীফের মসজিদ হইতে বাহিরে ছিল। তখন পাহাড়দ্বয়ের পার্শ্ববর্তী দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ী, দ্বারা শহরের পরিবর্তন হইয়াছিল বটে কিন্তু পাহাড়দ্বয় এবং তাহার মধ্যবর্তী ভূচিত্র পুরাতনকালেরই অনেকটা দৃশ্য বহন করিতেছিল, এমনকি দৌড়িয়া অতিক্রম করার নীচু স্থানটি তখনও প্রাচীন কালের ন্যায় নীচুই ছিল। যাতায়াতের পথ প্রাকৃতিক পাহাড়ী এলাকার পাথরিয়া ভূমিই ছিল, সুরম্য অট্টালিকার আবরণে আবদ্ধ ছিল না, শুধু উপরে নব নির্মিত সাধারণ ছায়ার ব্যবস্থা ছিল।

১৯৫৫ ইং সালের পর বাদশাহ সউদ হেরেম শরীফের মসজিদ সম্প্রসারণের কাজে হাত দেওয়ায় উক্ত পাহাড়দ্বয় ও তাহাদের মধ্যবর্তী স্থান সহসমুদয় এলাকা মসজিদের সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকার ভিতরে আসিয়া যাওয়াতে সব কিছু দৃশ্য এবং হাল-অবস্থা পরিবর্তিত হয়া গিয়াছে। বিশেষত পাহাড়দ্বয়কে ভাঙ্গিয়া তাহাদের অস্তিত্বই প্রায় বিলোপ করিয়া ফেলা হইয়াছে, না থাকার মত একটু নিদর্শন অবশিষ্ট রাখা হইয়াছে; যাহা দেখিয়া কেহ তাহা পাহাড় বলিয়া ভাবিতে পারিবে না এবং সমুদয় এলাকা কংক্রিটের ঢালাই হইয়া সমতল আকার ধারণ করিয়াছে। সম্পূর্ণ এলাকা মরমর পাথরের সুরম্য ফরাশে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য দৌড়িয়া অতিক্রম করার স্থানটির সীমা চিহ্নিত রাখা হইয়াছে।

জিব্রাঈল (আঃ)। ঐ ফেরেশতা স্বীয় পায়ের গোড়ালির আঘাতে তথায় গর্ত করিলেন, তাহা হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা (রাঃ) আচম্বিত হইলেন এবং মাটি দ্বারা চতুর্দিকে বাঁধ সৃষ্টি করতঃ হাউজের ন্যায় বানাইলেন; অতঃপর অঞ্জলি ভরিয়া মোশকে পানি ভরিতে লাগিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, ইসমাঈলের মাতাকে আল্লাহ রহম করুন–তিনি পানির চতুর্দিকে বাঁধ না দিলে যমযমের ঐ পানি কূপ না হইয়া প্রবাহমান ঝরণায় পরিণত হইত।

বিবি হাজেরা (রাঃ) এই পানি পানে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাঁহার বুকেও দুধের সঞ্চার হইল; শিশুকে পর্যাপ্ত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহাকে এই সান্ত্বনাও দিয়াছিলেন যে, এই পানি নিঃশেষ হইয়া আপনি আবার বিপদের সম্মুখীন হইবেন। এই আশঙ্কা করিবেন না যে, জানিয়া রাখুন– এখানেই আল্লাহর ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং এই শিশু স্বীয় পিতার সঙ্গে সেই ঘর পুনঃনির্মাণ করিবেন। এই ঘরের নির্মাতাগণকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করিবেন তাহা হইতে পারে না। ঐ সময় তথায় (তুফানে নূহের পর ভগ্নাবশেষ) আল্লাহর ঘরের নিদর্শন শুধুমাত্র উহার ভিটা যমীনের উপর উঁচু টিলার ন্যায় ছিল, তাহাও পাহাড়ী ঢলের স্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

বিবি হাজেরা (রাঃ) একাকী এই এলাকায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে (ইয়ামান দেশীয়) "জুরহুম" গোত্রের একটি কাফেলা এই এলাকা অতিক্রম করাকালে নিকটবর্তী স্থানে বিশ্রাম নিল। তাহারা হঠাৎ দেখিতে পাইল, কতকগুলি পাখী কোন কিছুকে কেন্দ্র করিয়া উড়িতেছে। এতদ্দৃষ্টে তাহারা অনুমান করিতে পারিল যে, এই পিপাসার্ত জীবগুলি নিশ্চয় পানিকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে এবং তাহারা আশ্চর্য হইল যে, আমরা তো এই এলাকায় বহুবার গমনাগমন করিয়াছি; এখানে পানি দেখি নাই। তৎক্ষণাৎ তাহারা এক দুইজন লোক তথায় পাঠাইল; ঐ স্থান হইতে পানির কূপের সংবাদ আসিলে তাহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া বিবি হাজেরাকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপনার এই স্থানে বসতি স্থাপন করিতে চাই, অনুমতি দিবেন কি? বিবি হাজেরা (রাঃ) বলিলেন, অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু এই কূপের উপর তোমাদের স্বত্ব স্থাপিত হইবে না। তাহারা সম্মত হইয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বিবি হাজেরা লোকদের সাহচর্যের আশা করিতেছিল, তিনি সেই সুযোগও পাইলেন। এই পর্যটক দলটি তথায় বসতি স্থাপন করিল, তাহারা নিজেদের আরও লোক সংবাদ দিয়া তথায় আবাদ করিল; এমনিভাবে সেখানে কয়েকটি পরিবারের বস্তি হইয়া গেল। এদিকে ইসমাঈল (আঃ)-এরও বয়স ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি "জুরহুম" গোত্র হইতে তাহাদের ভাষা "আরবী" শিক্ষা করিলেন। ফলে তিনি ঐ জুরহুম গোত্রের লোকদের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইসমাঈল (আঃ) বয়স্ক হইলে তাহারা নিজেদের একটি মেয়েকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিল। বিবাহের পর ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মাতা হাজেরা (রাঃ) ইন্তেকাল করিলেন।

ইসমাঈলের বিবাহের (ও মাতার মৃত্যুর) পর একদা ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পরিজন পরিদর্শনে মক্কায় তশরীফ আনিলেন। ইসমাঈল (আঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁহার স্ত্রীর নিকট ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিল, তিনি শিকার করিয়া আহার্যের ব্যবস্থায় কোথাও গিয়াছেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধূকে তাহাদের জীবন যাপনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রবধূ বলিলেন, আমরা অতিশয় দুরবস্থা, দারিদ্র্য ও কষ্টে আছি। (পুত্রবধূ শ্বশুর ইব্রাহীম (আঃ)-কে চিনে নাই।) ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও এবং বলিও, সে যেন তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া নেয়। এই বলিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চলিয়া গেলেন।

ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী উপস্থিত হইলে পর তিনি স্বীয় পিতার আগমনের আভাস অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে কোন মেহমান আসিয়াছিল কি? স্ত্রী বলিল হ্যাঁ (এবং আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া বলিল),

এমন আকৃতির এক বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সে সম্পর্কে উত্তর দিয়াছি এবং আমাদের সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি বলিয়াছি, আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? স্ত্রী বলিল, হাঁ– আপনাকে সালাম জানাইবার এবং আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

এতদশ্রবণে ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, সেই বৃদ্ধ আমার পিতা; তিনি এই কথার দ্বারা আমাকে তোমায় পৃথক করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া গিয়াছেন, অতএব তুমি স্বীয় পিত্রালয়ে চলিয়া যাও। এই বলিয়া ইসমাঈল (আঃ) স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিলেন এবং ঐ গোত্রের অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করিলেন।

কিছু দিন কাটিবার পর ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় আসিলেন। সেই দিনও ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রীকে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; স্ত্রী জানাইলেন, তিনি আহার্যের সন্ধানে বাহিরে গিয়াছেন। তাহাদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রবধূ বলিলেন, আমরা ভাল ও সচ্ছলতায় আছি; এই বলিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলেন। পুত্র বধূ তাঁহাকে পানাহারের জন্যও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্যবস্তু কি? পুত্রবধু বলিলেন, গোশত। পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, পানি। ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিলেন اللهم بارك لهم فى اللحم والماء আয় আল্লাহ! তাহাদের জন্য গোশ্‌ত ও পানিতে বরকত (আধিক্য ও অধিক জীবনী শক্তি) দান করুন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসালাম বলিয়াছেন, ঐ সময় তথায় শস্য-ফসল ছিল না, নতুবা তাহা সম্পর্কেও ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করিতেন।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার ফলেই শুধু গোশত ও পানির দ্বারা মক্কা অঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে, অন্য কোন স্থানে শুধু এই দুই বস্তুর দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য টিকিতে পারে না। ইব্রাহীম (আঃ) তখন এই দোয়াও করিয়াছিলেন।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ -

"হে আল্লাহ! তাহাদের খাদ্য ও পানীয়ে বরকত (অধিক মঙ্গল) দান কর।" নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মক্কা শরীফে খাদ্য পানীয়ের বরকত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার বদৌলতেই।

ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রবধূর সঙ্গে আলাপের পর বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও বরং সে নিজ ঘরের চৌকাঠ যেন বহাল রাখে।

ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কেহ আসিয়াছিলেন কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ– এক নূরানী চেহারার বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন– তিনি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আমি যথাযথ উত্তর দিয়াছি। সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছি– আমরা সুখে-শান্তিতেই আছি। ইসমাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ– আপনার নিকট সালাম বলিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন, আপনি যেন নিজ ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, তিনি আমার পিতা; তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখিবার আদেশ করিয়াছেন।

কিছু দিন পর ইব্রাহীম (আঃ) আবার আসিলেন। এইবার ইসমাঈল (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি যমযম কূপের নিকটে বৃক্ষের নীচে বসিয়া তীর বানাইতেছিলেন। ইসমাঈল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখামাত্র দাঁড়াইয়া গেলেন এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ব্যবহারের আদান-প্রদান হয় পরস্পর তাহাই করিলেন। অতপর ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি আদেশ করিয়াছেন। ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, স্বীয় প্রভুর আদেশ বাস্তবায়িত করুন। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহর আদেশ

বাস্তবায়নে তুমি আমার সাহায্য করিবে কি? ইসমাঈল (আঃ) বলিলেন, আমি নিশ্চয় আপনার সাহায্য করিব। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, এই উঁচু ভিটাটিকে ঘেরাও করিয়া একটি ঘর তৈয়ারি করি। ঐ সময়েই উভয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের ঘর প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর আনিয়া দিতেন এবং ইব্রাহীম (আঃ) গাঁথুনি করিতেন। যখন দেওয়াল উঁচু হইয়া গেল তখন ইসমাঈল (আঃ) একটি বড় পাথর আনিলেন, ইব্রাহীম (আঃ) উহার উপর দাঁড়াইয়া নির্মাণ কার্য করিতে লাগিলেন * এবং ইসমাঈল (আঃ) তাঁহাকে গাঁথুনীর পাথর আনিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন এবং এই দোয়া করিতেছিলেন–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই আমলটুকু কবুল করিয়া লউন; আপনি সব কিছু শুনেন এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব কিছু জানেন।*

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দ্বীন তবলীগ করিতে করিতে মিসর পৌঁছিয়াছিলেন। মিসর এলাকায় তবলীগ করার পর সিরিয়ার অন্তর্গত ফিলিস্তীনে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। মক্কার মরুভূমিতে ফেলিয়া আসা স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) ফিলিস্তিনস্থ আবাসগৃহ হইতে আগমন করিতেন। ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতাকে যখন মক্কার মরুভূমিতে রাখিয়া গিয়াছিলেন তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর বয়স ছিল দুই বৎসর।(ফতহুল বারী, ৬-৩০৮) তারপর ইব্রাহীম (আঃ) সময় সময় পরিদর্শনে আসিতেন। (ফতহুল, বারী ৬-৩১১) যখন ইসমাঈল (আঃ) সাত বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন তখন স্বপ্নের নির্দেশানুযায়ী ক্বোরবানীর ঘটনা সংঘটিত হইল। হযরত ইসমাঈলের বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার মাতা বিবি হাজেরার মৃত্যু হয়। (আহওয়ালে আম্বিয়া-৯) তারপরও ইব্রাহীম (আঃ) সময় সময় আসিতেন। তিনবার

আসার উল্লেখ উপরের হাদীছেই আছে। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বয়স ১০০ বৎসর এবং হযরত ইসমাঈলের বয়স ৩০ বৎসর, তখনই কা'বা ঘর নির্মাণ কার্য সমাধা করেন। (ফতহুল বারী ৬-৩১৩)

ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণকালে যে দোয়ার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে উহার পূর্ণ বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপে আছে–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ ـ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا .....

অর্থঃ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা– যখন ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কা'বা গৃহের দেওয়াল উঠাইতে ছিলেন (এবং আল্লাহর দরবারে মিনতি করিয়া দোয়া করিতেছিলেন–) হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হইতে এই সামান্য প্রচেষ্টা ও আমল কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সব কিছু শুনেন সব কিছু জানেন। (আমাদের দোয়া শুনিতেছেন এবং আমাদের অকপটতা ও আন্তরিকতা জ্ঞাত আছেন।) হে আমাদের প্রভু! আরও আমাদের দরখাস্ত যে, আপনি আমাদের উভয়কে আপনার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী, আপনার সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব বিলীনকারী বানাইয়া রাখুন এবং আমাদের উভয়ের বংশধরের মধ্য হইতে এইরূপ একটি

* যেই পাথরটির উপর ইব্রাহীম (আঃ) দাঁড়াইয়া নির্মাণ কার্য করিতেছিলেন ঐ পাথর কা'বা শরীফের সন্নিকটে সুরক্ষিত আছে; তাহার উপর হযরত ইব্রাহীমের পদ-চিহ্নের রেখাপাতও রহিয়াছে। ঐ পাথরকেই মাকামে ইব্রাহীমে বলা হয়– যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে।

* হাদীছটি ৪৭৪ ও ৪৭৬ পৃঃ দুই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; উভয়ের সমষ্টির অনুবাদ হইয়াছে।

দল সৃষ্টি করুন যাহারা ঐরূপ আত্মসমর্পণকারী ও সর্বস্ব বিলীনকারী হয় এবং আমাদিগকে (এই কা'বা গৃহের) হজ্জের সমুদয় নিয়মাবলী শিক্ষা দিন এবং আমাদের প্রতি নেক দৃষ্টি রাখুন; একমাত্র আপনিই নেক দৃষ্টিবান দয়ালু! হে আমাদের প্রভু! আমাদের উভয়ের বংশধর হইতে যে বিশেষ দলটি দাড় করিবেন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে রসূলরূপে মনোনীত করিবেন যিনি তাহাদিগকে আপনার কালাম পড়িয়া শুনাইবেন এবং আপনার কিতাব (কালাম) ও হেকমত (আপনার প্রদত্ত শরীয়ত) শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে বাহ্যিক ও আত্মিক কদর্যতা হইতে পাক-পবিত্র করিবেন; নিশ্চয় আপনি সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সুকৌশলী।

(পারা- ১; রুকু- ১৫)

১৬৩৬। হাদীছ ঃ আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কোন মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে? হযরত (সঃ) বলিলেন, হেরেম শরীফের মসজিদ (কা'বা শরীফ ও উহাকে কেন্দ্র করিয়া যে মসজিদ আছে)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোন মসজিদ? হযরত (সঃ) বলিলেন; মসজিদে আক্‌সা (বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদ)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উক্ত মসজিদদ্বয় নির্মিত হওয়ার মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? হযরত (সঃ) বলিলেন, চল্লিশ বৎসর।* (পূর্বের উম্মতে নামাযের জন্য মসজিদ শর্ত ছিল; ঐ সম্পর্কে-)

হযরত (সঃ) ইহাও বলিলেন, তোমাদের জন্য বিধান এই যে, যে স্থানেই নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় সেই স্থানেই নামায আদায় করিবে, মসজিদ বা অন্য যে কোন স্থানে নামায আদায় করিলে নামাযের সওয়াব লাভ হইবে।

ইহা শুধু নামায শুদ্ধ হওয়ার মাসআলা। নতুবা মসজিদে জামাতে নামায পড়ার বেশি সওয়াব এবং গুরুত্ব ও চাপ আমাদের শরীয়তেও রহিয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ৭০ বৎসর বয়সে প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ছোট বিবি হাজেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভে জন্ম লাভ করেন। (ফতহুল বারী ৬-৩১৩) অতপর হযরত ইব্রাহীম ১২০ বৎসর বয়সে বড় বিবি ছারাহ্ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পক্ষে সন্তান লাভের সুসংবাদ লাভ করেন, তখন বিবি ছারার বয়স ছিল ৯০ বা ৯৯ (তফসীর মাওয়াহেবে রহমান ১২-৫৯)। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। যথা-

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ـ فَلَمَّا رَآٰ اَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ـ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ـ قَالُوْا لاَتَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ـ

একদা আমার প্রেরিত কতিপয় ফেরেশতা ইব্রাহীমের নিকট একটি সুসংবাদ লইয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা ইব্রাহীমকে সালাম করিলেন। ইব্রাহীমও উত্তরে সালাম করিলেন এবং (তাঁহাদিগকে সাধারণ মেহমান ভাবিয়া) অবিলম্বে কাবাব করা গো-শাবক উপস্থিত করিলেন। কিন্তু যখন ইব্রাহীম দেখিলেন, তাঁহাদের হাত খাদ্যের প্রতি অগ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় ধারণা বহির্ভূত ভাবিলেন এবং তাহাদের দরুন ভয় অনুভব করিলেন। আগন্তুকগণ বলিলেন, ভয় পাইবেন না; আমরা (ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক)

* ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাস্থ হেরেম শরীফের মসজিদ তথা উহার মূল কেন্দ্র কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর সোলায়মান (আঃ) মসজিদে আকসার পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উভয়ের ব্যবধান হাজার বৎসরের অধিক ছিল। কিন্তু উক্ত মসজিদদ্বয়ের মূল নির্মাতা হযরত আদম (আঃ)- তাঁহার নির্মাণে উভয়ের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল।

প্রেরিত হইয়াছি লুতের বস্তিবাসীদের প্রতি (তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য। পথিমধ্যে আপনাকে পুত্রের সুসংবাদ দানে আসিয়াছে।)

وَامْرَاَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ـ

ইব্রাহীমের স্ত্রী "ছারাহ্" নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, (পুত্র হওয়ার খবরে) হাসিয়া উঠিলেন। তখন (ঐ ফেরেশতাদের মাধ্যমেই) আমি বিবি ছারাহ্কে ইসহাক এবং ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুবের জন্ম সম্পর্কে সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ـ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ـ

বিবি ছারাহ্ বলিলেন, কি বিপদ– আমার সন্তান হইবে! অথচ আমি বৃদ্ধা আর এই ত আমার স্বামীও বৃদ্ধ; ইহা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ـ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

ফেরেশতাগণ বলিলেন, আল্লাহর কাজে আপনি তাজ্জব বোধ করিতেছেন? হে নবীর পরিবার! আপনাদের প্রতি ত আল্লাহর বিশেষ রহমত ও বরকত পূর্ব হইতেই আছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রশংসাভাজন মহিমান্বিত। (সূরা হুদঃ পারা– ১২;রুকু– ৭)

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ـ

হে মুহম্মদ (সঃ)! আপনি তাহাদিগকে ইব্রাহীমের অতিথিগণের ঘটনা জ্ঞাত করুন। যখন অতিথিগণ ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইল এবং সালাম করিল। ইব্রাহীম (আগন্তুকদের খাদ্য স্পর্শ না করায়) বলিলেন, আমরা তোমাদের দরুন ভয় অনুভব করিতেছি।

قَالُوْا لَاتَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ـ

আগন্তুকগণ বলিলেন, ভয় পাইবেন না, আমরা আপনাকে এক বিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিতেছি।

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ـ

ইব্রাহীম বলিলেন, তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ শুনাইতেছ আমার বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও– তোমরা আমাকে কি রকম সুসংবাদ দিতেছ?

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَانِطِيْنَ ـ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ـ

ফেরেশতাগণ বলিলেন, আমরা বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদই আপনাকে দিয়াছি; আপনি নিরাশ হইবেন না। ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর করিলেন, উদভ্রান্ত লোক ব্যতীত নিজ পরওয়ারদেগারের রহমত হইতে কি কেহ নিরাশ হইতে পারে? (সূরা হেজ্‌রঃ পারা– ১৪; রুকু– ৪)

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ـ قَالَ سَلٰمٌ ـ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ـ

ইব্রাহীমের সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের ঘটনার বিবরণ জ্ঞাত আছেন কি? যখন তাঁহারা ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইলেন ও সালাম করিলেন; তখন তিনিও সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আপনাদেরকে চিনিতে পারিলাম না।

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِه فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ - فَقَرَّبَه اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاكُلُوْنَ -

অতঃপর ইব্রাহীম নিজ পরিজনের নিকট গেলেন এবং অবিলম্বে একটি মোটা তাজা গোবৎস কাবাব আনিয়া অতিথিদের সম্মুখে রাখিলেন। (তাঁহারা হাত অগ্রসর করেন না দেখিয়া) তিনি বলিলেন, আপনারা খাইতেছেন না কেন?

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً - قَالُوْا لَاتَخَفْ - وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ -

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাদের এই অবস্থা দৃষ্টে ভীত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, ভয় পাইবেন না। তাঁহারা তাঁহাকে সুবিজ্ঞ পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন।

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُه فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ - قَالُوْا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ اِنَّه هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ -

তাঁহার স্ত্রী উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে সম্মুখে আসিলেন এবং কপাল চাপড়াইয়া বলিলেন, (আমি ত) বাঁঝা বৃদ্ধা (সন্তান হইবে কিরূপে)? তাঁহারা বলিলেন (এই অবস্থায়ই সন্তান হইবে;) এইরূপই তোমার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন; নিশ্চয় তিনি সুকৌশলী সর্বজ্ঞ। (পারা-২৬; শেষ রুকু)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আরও কতিপয় বিশেষ ইতিহাস পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। যথা-

পুনর্জীবিত করার দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন

এ সম্পর্কে কোরআনের বিবরণ এই-

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ......

অর্থঃ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা- ইব্রাহীম (আঃ) আবদার করিলেন, প্রভু! আমাকে স্বচক্ষে দেখাইয়া দিন, কিরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিবেন।* আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করিলেন, এ সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস নাই কি?

* হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য সুস্পষ্ট- তাঁহার জিজ্ঞাসা ছিল পুনর্জীবিত করার আকার নিরূপণ সম্পর্কে- যেন চোখের সামনে তাহা পরিদৃষ্ট হয়।

পুনর্জীবিত করার নির্দিষ্ট আকার মনে উপস্থিত করিয়া উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নহে। আল্লাহ মৃতকে জীবিত করিবেন- শুধু এই বিশ্বাসই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত; কি আকারে জীবিত করিবেন তাহা অতিরিক্ত বিষয়; তাহা জানিবার জন্য আল্লাহ তাআলা মানবকে আদেশ করেন নাই। হযরত ইব্রাহীমের মনে উক্ত রূপ আকারের দৃশ্য অবলোকনের কৌতুক জন্মিয়াছিল নমরূদের সঙ্গে বিতর্কের ঘটনা হইতে- যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মৃতকে পুনর্জীবিত করার মূল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল না; তাহার প্রতি অটুট বিশ্বাস মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, যাহা প্রত্যেক মোমেনের মধ্যে অকাট্যরূপে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। ইব্রাহীম (আঃ) পয়গম্বর ছিলেন; তাঁহার ত ঐ বিশ্বাস পূর্ব হইতে অসাধারণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসা ঈমান পর্যায়ের বিষয় সম্পর্কে ছিল না এবং তাহা হইতে পারে না। অতএব হযরত ইব্রাহীমের জিজ্ঞাসার উপর তাঁহাকে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা অপ্রাসঙ্গিকই গণ্য হইবে। তবুও আল্লাহ তাআলা এ স্থলে ইব্রাহীম (আঃ)-কে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন এই উদ্দেশে যে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেন প্রকৃত বিষয় সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া যায়, যাহাতে সাধারণ শ্রোতাদের ভুল বুঝে পতিত হওয়ার এবং হযরত ইব্রাহীমের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অছওয়াছা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ না থাকে।

ইব্রাহীম বলিলেন, বিশ্বাস ত অবশ্যই পূর্ণ মাত্রায় আছে, তবে তাহার বাস্তবায়ন কি আকারে হইবে তাহা চাক্ষুষ দেখিয়া ঐ আকার সম্পর্কে (মানবসুলভ নানাবিধ কল্পনার অবসানপূর্বক) মন স্থির করিয়া লইতে চাই। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আচ্ছা– তবে আপনি চারটি পাখি সংগ্রহ করুন এবং পালিয়া-পুষিয়া ইহাদের সহিত ভালরূপে পরিচিত হউন। অতপর (এই পাখীগুলিকে জবাই করতঃ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া) এক একটার এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আসুন। তারপর (পোষা পাখীকে ডাকার ন্যায়) ঐ পাখীগুলিকে ডাকুন; দেখিবেন, আপনার চোখের সামনে প্রত্যেকটি (পাখীর বিভিন্ন অংশ একত্রিত হইয়া পুনর্জীবনলাভে) আপনার নিকট দৌড়িয়া আসিবে। (দেখার পূর্বে ভাবিতে না পারিলেও) বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান সুকৌশলী। (পারা– ৩; রুকু– ৩)

পাঠকবর্গ! উল্লিখিত আয়াতের যে তফসীর করা হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ববর্তী বিখ্যাত সমস্ত তফসীরের কিতাবেই উল্লেখ আছে। এ স্থানে প্রসিদ্ধ "তফসীর ইবনে কাসীর" হইতে বিবরণ পেশ করা হইতেছে–

فذكروا انه عمد الى اربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ـ ثم جزاهن اجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا قيل اربعة اجبل وقيل سبعة ـ قال ابن عباس واخذ رؤسهن بيده ثم امره الله عزوجل ـ ان يدعوهن فدعاهن كما امره الله عزوجل فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش والدم الى الدم واللحم الى اللحم والاجزاء من كل طائر يتصل بعضها الى بعض حتى قام كل طائر على حدته واتينه يمشين سعيا ليكون ابلغ له فى الروية التى سالها وجعل كل طائر يجئ لياخذ راسه الذى فى يد ابراهيم عليه السلام ـ فاذا قدم له غير راسه ياباه فاذا قدم اليه راسه تركب مع بقية جسده ......

অর্থঃ (ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন–) উল্লিখিত ঘটনার বিবরণে পূর্ববর্তী তফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্রাহীম (আঃ) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চারিটি পাখী গ্রহণ করিলেন, ঐগুলিকে জবাই করিলেন, তারপর টুকরা টুকরা করিলেন এবং পালকও উপড়াইয়া ফেলিলেন। সবগুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া একত্র মিলাইয়া ফেলিলেন, অতঃপর কয়েক ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং এক এক ভাগ এক পাহাড়ে রাখিয়া আসিলেন। কাহারও মতে চারি ভাগ করিয়া কাহারও মতে সাত (বা দশ) ভাগ করিয়া প্রতি ভাগ এক এক পাহাড়ে রাখিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পাখীগুলির মাথা ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। অতঃপর মহামহিম আল্লাহ তাঁহাকে ঐ পাখীগুলিকে ডাকিতে বলিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) ঐগুলিকে ডাকিলেন। তখন ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন যে, প্রতিটি পাখীর পালক উড়িয়া আসিয়া একটা অপরটার সহিত মিলিত হইতেছে, রক্তের কণাগুলিও একটা অপরটার সঙ্গে মিলিত হইতেছে, গোশতের এক একটা অংশ অপরটার সঙ্গে মিলিত হইতেছে– এইরূপে প্রত্যেকটি পাখীর অংশ পরস্পর মিলিত হইল, এমনকি প্রত্যেকটি পাখী ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ পায়ে দাঁড়াইয়া ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দিকে আসিতে লাগিল– আল্লাহ তাআলা এরূপ ব্যবস্থা এই জন্য করিলেন যেন ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় কাঙ্খিত দৃশ্য ভালরূপে দেখিতে পারেন।

অতপর প্রত্যেকটি পাখী হযরত ইব্রাহীমের হস্তে রক্ষিত মাথার সঙ্গে মিলনের জন্য আগাইয়া আসিল। ইব্রাহীম (আঃ) একটার সম্মুখে অপরটার মাথা পেশ করিলে মিলিত হইল না; উহার নিজ মাথা সম্মুখে ধরিলে বিনা দ্বিধায় মিলিত হইয়া গেল। এই সব ব্যাপার আল্লাহর মহাশক্তি ও মহাকুদরতে হইয়াছিল। তাই আল্লাহ বলিলেন, واعلم ان الله عزيز حكيم জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষমতার

অধিকারী সুকৌশলী। অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান, কোন বিষয়ই তাঁহার ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না এবং তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয়ই অসম্ভব থাকে না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন বিনা বাধায় তাহা সম্পন্ন হয়। কেননা, তিনি সকলের উপর ক্ষমতার অধিকারী, তিনি হেকমতওয়ালা, বিজ্ঞ, তাঁহার হেকমত ও বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার বাণীসমূহে, তাঁহার কার্যাবলীতে, তাঁহার প্রবর্তিত শরীয়তে এবং তাঁহার নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায়। (ইবনে কাসীর– ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৩১৫)।*

সুধী পাঠক! আল্লাহর জন্য সর্বস্ব কোরবানকারী, বহু পরীক্ষায় পরীক্ষিত এবং আল্লাহর তরফ হইতে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদপ্রাপ্ত আল্লাহর খলীল বা বিশেষ প্রিয় পাত্র।

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং তাঁহার অসীম কুদরতের প্রতি যে কিরূপ অগাধ ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা অনাবশ্যক। অবশ্য বৈচিত্র্যময় ব্যাপারে দৃশ্য অবলোকন করার কৌতুক ও স্পৃহা জন্মা– বিশেষতঃ কোন রকম প্রয়োজনের সূত্র বিদ্যমান থাকাবস্থায় অতি স্বাভাবিক সাধারণ ব্যাপার। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে সেই শ্রেণীর কৌতুক ও স্পৃহা নিবারণের আবদারই করিয়াছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহার মাধ্যমেই স্বীয় কুদরতের লীলা প্রকাশ্যরূপে দেখাইয়া আবদার পূরণ করিয়াছিলেন এবং সেই ঘটনা আমাদের সম্মুখে বর্ণনা করিয়া আমাদেরও বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

আখেরাত তথা পরজীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত– যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের ও ইসলামের বিশেষ অঙ্গ, যাহাকে اليوم الاخر আখেরাতের কাল বা জীবন" বলা হয়; সেই পরজীবনের উপর ঈমানের মূলই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইহাকেই البعث بعد الموت মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া" নামে ব্যক্ত করা হয়– যাহার প্রতি বিশ্বাসও ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া অনেক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ–

এই পুনর্জীবন লাভের গোটা বিষয়টার প্রতিই অনেকে সন্দেহ বরং অস্বীকারের ভাব পোষণ করে এই অজুহাতে যে, একটা মানুষ পচিয়া-গলিয়া কিম্বা ভস্ম হইয়া বা বিভিন্ন পশু-পক্ষীর ভক্ষিত হইয়া ইত্যাদি আকারে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার পর এবং অংশসমূহ ধূলা কণারূপে বাতাসে উড়িয়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাইলের ব্যবধানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর উহাকে জীবিত করা সম্ভব হইবে কিরূপে?

---

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত আক্রম খাঁ মরহুম স্বীয় তথাকথিত তফসীরুল-কোরআনে এই ঘটনাটিকেও বিকৃত রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সার হইল এই যে, চারিটি পাখীকে ইব্রাহীম (আঃ) পালিয়া নিজের আয়ত্তে করার পর ঐগুলিকে জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন পাহাড়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অতঃপর ডাক দিলে ঐগুলি উড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত সাহেব এই প্রলাপ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বলিয়া পবিত্র কোরআন শরীফের বিবৃতি হইতে একটি বিশেষ শব্দের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন– ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا এই বাক্যে আল্লাহ তাআলা جزءا জুয্আন" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহার অর্থ টুকরা বা অংশ। অতএব এই শব্দটি আমাদের পক্ষে বিরোধমান বক্তব্যের স্পষ্ট প্রমাণ; পণ্ডিত সাহেব এই শব্দটি তরজমায় বাদ রাখিয়াছেন– অনুবাদই করেন নাই।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, পূর্বাপর তফসীরকারগণ ঘটনার বিবরণে উল্লিখিত যে বিবরণ দান করিয়াছেন, পণ্ডিত সাহেব সেই বিবরণকে বাজে ও কল্পিত কাহিনী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উহার সমর্থনে "ইবনে কাসীর" নামক প্রসিদ্ধ তফসীরের নাম ভাঙ্গাইয়াছেন। পণ্ডিত সাহেবের এই রেফারেন্স কতদূর সত্য তাহা খোদা তাআলা জানেন। তফসীরে ইবনে-কাসীরে আমরা ঘটনার বিবরণ যাহা পাইয়াছি তাহা পূর্বাপর তফসীরকারগণের বিবৃতিরই অবিকল রূপ। তফসীরে ইবনে কাসীরে এই বিবরণ সমর্থনীয়রূপেই উল্লেখ আছে, অন্য কোন রূপে নহে। আমরা যে ইবনে-কাসীরে উদ্ধৃতি প্রকাশ করিয়াছি; তাহার পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করিয়া দিয়াছি, যে কেহ অনুসন্ধান করিতে পারেন। পণ্ডিত সাহেব কোন ইবনে-কাসীর দেখিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, তাই অনুসন্ধান সম্ভব হইল না।

পণ্ডিত সাহেব শ্রেণীর লোকদের একটি বাতিক রোগ আছে যে, কোরআন হাদীছে বর্ণিত কোন অলৌকিক ঘটনাকে তাহারা অলৌকিক ও অসাধারণ রূপে গ্রহণ করিতে চান না, এই নীতি অনুসারেই পন্ডিত সাহেব পবিত্র কোরআনে নবীগণের "মোজেযা" স্বরূপ যত ঘটনার উল্লেখ আছে সবগুলিকেই বিকৃত রূপ দান করিয়া পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ঘটনায় ত দেখা যায়, পণ্ডিত সাহেব আল্লাহর কুদরত সম্পর্কেও তদ্রূপ ঈমানই পোষণ করেন– সেখানেও তিনি কোন অলৌকিক অসাধারণ বিষয়কে স্থান দিতে রাজি নহেন। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা– এইরূপ ধারণা হইতে আমরা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাই।

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের চাক্ষুষ দৃষ্ট ঘটনা ঐ ধরনের সমুদয় প্রশ্নকে অহেতুক প্রতিপন্ন করিয়াছে। আল্লাহর কালাম কোরআনে উক্ত ঘটনার উল্লেখে এই বিষয়টিও অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের এই শ্রেণীর নমুনারূপে এই ঘটনা সংলগ্ন ওযায়ের আলাইহিস সালামেরও একটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে আছে। এতদ্ভিন্ন এক ব্যক্তির শবদেহ আগুনে পুড়িয়া ছাই-ভস্মকে পিষিয়া ধূলিবৎ করতঃ পানিতে ও বাতাসে বিলীন করিয়া দেওয়ার পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনর্জীবিত করার ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে (৭ম খণ্ড; ২৪৫০ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এইসব ঘটনা জ্ঞাত হইয়া আখেরাত ও পুনর্জীবনের ঈমানকে দৃঢ় করা চাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইব্রাহীম (আঃ) পুনর্জীবিত করার দৃশ্য নিজ চোখে দেখিবার আবদার কেন করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তফসীরকারগণ লিখিয়াছেন যে, ইতিপূর্বে বাবেল সিংহাসনের অধিপতি খোদায়ী দাবীদার নমরূদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীমের বিতর্ক বাহাছ হইয়াছিল। সেখানে মৃতকে পুনঃজীবিত করা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল– যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে।

নমরূদের সঙ্গে হযরত ইব্রাহীমের বাহাছ ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ـ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ ـ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ـ

ঐ লোকটির অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে ইব্রাহীমের সহিত হুজ্জতি করিয়াছিল তাঁহার পরওয়ারদেগার সম্পর্কে– এই শক্তিতে মত্ত হইয়া যে, পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলিলেন, আমার প্রভু পরওয়ারদেগার (এত বড় শক্তিমান যে,) তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটাইয়া থাকেন। তদুত্তরে সে বলিল, আমিও জীবিত করিয়া থাকি ও মারিয়া থাকি।

ঐ উক্তির পর নমরুদ তাহার কারাগার হইতে দুই জন কয়েদীকে আনিয়া একজনকে হত্যা করিল অপর জনকে ছাড়িয়া দিল– জীবিত করার এবং মারিয়া ফেলার এই নমুনা সে দেখাইল। কিরূপ বুদ্ধিহীনতা! احياء অর্থ জীবন দান করা; পক্ষান্তরে তাহার কাজটা হইল জীবিত মানুষটাকে বন্ধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া; ঐ নাদান উভয়কে এক পর্যায়ের গণ্য করিল। তদ্রূপ اماتة অর্থ মৃত্যু ঘটানো; আর তাহার কার্যটা হইল শুধু আঘাত করা– ইহাকে মৃত্যু ঘটানো বলা হইলে শৃগাল-কুকুরকেও সেই মর্যাদা দিতে হইবে। কারণ, উহাদের আঘাতেও মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাহার মগজ পচা বুদ্ধি দেখিয়া ইব্রাহীম (আঃ) অন্য একটি প্রমাণ পেশ করিলেন–

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرْ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ যিনি তিনি ত সূর্যকে পূর্বদিক হইতে উদিত করেন; তুমি (যদি আল্লাহ হইয়া থাক তবে) সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত কর। ঐ কাফের এইবার হতভম্ব হইয়া রহিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা স্বৈরাচারীদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (পারা–৩; রুকু–৩)

এই ঘটনায় احياء এহ্ইয়া– পুনঃজীবনদান যাহা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ সিফত গুণ বা পরিচয়। উক্ত সিফত সম্পর্কে ইব্রাহীম (আঃ) বিভ্রান্তিকর অর্থ ও তাৎপর্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাই তিনি ইচ্ছা করিলেন যে, احياء এহ্ইয়া– পুনঃজীবন দানের বাস্তব অর্থ ও তাৎপর্য, যে অর্থে তাহা আল্লাহ তাআলার বিশেষ সিফত সে অথ তাৎপর্যের বাস্তবরূপ কি তাহা তিনি নিজ চক্ষে প্রকাশ্য

দিবালোকে দেখিয়া সে সম্পর্কে পূর্ণ ও বিস্তারিত অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন; যেন আগামীতে এইরূপ বিভ্রান্তিকর অর্থ ও তাৎপর্যের সম্মুখীন হইলে তখন তিনি চাক্ষুষ দৃষ্ট তাৎপর্যের বিস্তারিত বিবরণের দ্বারা তাহার খণ্ডন করিতে বিশেষভাবে সমর্থ হন; شنیده کئے بود مانند دیده শ্রুত তাৎপর্য কি দৃষ্ট তাৎপর্যের সমান হইতে পারে?

মূল আলোচ্য ঘটনা তথা পুনঃ জীবন দানের দৃশ্য দেখাইবার প্রশ্নের দরুন ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে যে, ইব্রাহীম (আঃ) কি এ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন না? হযরত ইব্রাহীমের পক্ষে এরূপ ধারণার কোন অবকাশই যে ছিল না তাহা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলা পূর্ব হইতেই জ্ঞাত। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা সেই করিলেন اولم تؤمن আপনি কি এ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল নহেন? হযরত ইব্রাহীমের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর কি তাহাও আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত; তবুও প্রশ্ন করিলেন এই উদ্দেশে যে, তিনি যে উত্তর দিবেন সে উত্তর দ্বারা যেন চিরতরে সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে ঐ ভুল ধারণার অবসান হইয়া যায়।

এতদুদ্দেশে তথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসনের জন্য হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও একটি সাধারণ যুক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই

১৬৩৭। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লাম বলিয়াছেন– ইব্রাহীম (আঃ)-এর দরখাস্ত হে পরওয়ারদেগার! আমাকে প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিন, "কিরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিবেন। এই জিজ্ঞাসা দৃষ্টে যদি কেহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলে যে, তিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনঃজীবন দান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী ছিলেন তবে (তাহা ভিত্তিহীন প্রমাণিত করার জন্য) আমি বলিব, এইরূপ সন্দেহ পোষণ "ইব্রাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমাদের জন্য অধিক উপযুক্ত ও অধিক নিকটবর্তী।

অতপর হযরত (সঃ) লূত পয়গাম্বরের (ঘটনা ও তাঁহার অসহায়তার করুণ কাহিনী স্মরণপূর্বক তাঁহার) প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ রহম করুন (হযরত) লূতের প্রতি; তিনি (বাহ্যিক দিক দিয়া কিরূপ অসহায়তার মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুদের মোকাবিলায় স্বীয় গোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা যে সাধারণ সহায়তাটুকু লাভ হইতে পারে, তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি নিজের দেশ হইতে দূর এলাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাই এক সময়) আক্ষেপে বলিয়াছেন, অন্ততঃ আমার গোষ্ঠীর লোকজনের মজবুত দল থাকিলে হয়ত তাহাদের বাহ্যিক সহায়তা লাভ হইত।

অতপর হযরত (সঃ) ইউসুফ পয়গম্বরের ঘটনা স্মরণ করতঃ তাঁহার দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যের প্রশংসায় বলিলেন, (বোধহয়) আমি যদি এত দীর্ঘ দিন কারাগারে কাটাইবার পর বাদশার তরফ হইতে মুক্তির আহ্বান পাইতাম তবে তৎক্ষণাৎ আহ্বানকারীর কথায় সাড়া দিয়া বসিতাম। (ইউসুফ (আঃ) কত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন যে, দশ বৎসর কারাগারে কাটাইবার পর বাদশার আহ্বান সত্ত্বেও তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন না। পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, আমার উপর যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইয়া ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি কারাগার ত্যাগ করিব না)।

ব্যাখ্যা ঃ ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা একটি বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত কথা। ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতীক; তিনি আল্লাহর জন্য সর্বস্ব কোরবান করার ব্যাপারে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া প্রত্যেকটিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যদ্দরুন তাঁহাকে আল্লাহ তাআলা সকলের উপর নেতৃত্বদান করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী সকল পয়গম্বরকে তাঁহারই আদর্শবাদী হওয়ার আদেশ ছিল, এমনকি নবীগণের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-ও ঐরূপ আদিষ্ট ছিলেন–اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا "আমি অহী মারফত আপনার প্রতি আদেশ পাঠাইয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীমের আদর্শে আদর্শবান হউন– যিনি একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিজকে সোপর্দ করিয়াছিলেন। (পারা– ১৪; রুকু– ২২) তদুপরিত হযরত ইব্রাহীমের আদর্শের উপর থাকিবার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীকেও আদেশ করা হইয়াছে–

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصٰرى تَهْتَدُوا ـ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ

"হে মুহাম্মদের উম্মত! ইহুদী-নাসারারা বলে, তোমরা ইহুদী-নাসারা হও, তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত– সত্য-পথের পথিক সাব্যস্ত হইবে। (আল্লাহ বলেন,) তোমরা তাহাদেরকে বলিয়া দাও, আমরা ইব্রাহীমের আদর্শ অবলম্বন করিব; যিনি একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিজকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন।"

(১ম পারা শেষ রুকু)

ইব্রাহীম (আঃ) যাঁহার আদর্শ এই শ্রেণীর– সেই ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে যদি ধারণা করা হয় যে, তিনি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনঃ জীবনদান সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, তবে আমাদের (তথা তাঁহার আদর্শে আদর্শবাদী হওয়ার আদিষ্ট হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং উম্মতে মুহাম্মদী) সকলের সম্পর্কে এরূপ ধারণা তাঁহার তুলনায় অধিক উপযুক্ত ও সহজ হইবে না কি? অথচ মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত সম্পর্কে এই ধারণা হইলে জগতে আর বাকী থাকিতে পারে কে, যাহার সম্পর্কে ঐ ধারণা না করা যায়? আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-সহ সকলের সম্পর্কে এই সন্দেহ পোষণের ধারণা অতি জঘন্য ধৃষ্টতা বৈ নহে। অতএব নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা জঘন্য ধৃষ্টতাই বটে।

লূত (আঃ) সম্পর্কে হযরত (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা। তাঁহার ঘটনার বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে হযরত (সঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাঁহার দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করা। আলোচ্য হাদীছের মূল তাৎপর্য ইহাই; এস্থলে শব্দার্থের সূক্ষ্মার্থ বাহির করিতে যাইয়া মাথা ঘামান ঠিক হইবে না।

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় বিশেষ ঘোষণা ঃ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বহু মর্যাদাপূর্ণ ঘোষণা উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে এই ধরনের কতিপয় আয়াতের উদ্বৃতি দেওয়া হইল–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ .... قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ـ

" একটি স্বরণীয় ঘোষণা– ইব্রহীম (আঃ)-কে তাঁহার প্রভু কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে বিশ্বের জন্য ইমাম (অনুসরণীয়) বানাইব– আপনার আদর্শকে সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ করিব।" (পারা– ১ম পারা; রুকু– ১৫)

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ـ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ـ وَاِنَّهُ فِىْ الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

"ইব্রাহীমের দ্বীন ও আদর্শ হইতে একমাত্র সে-ই বিচ্যুত হইবে যে প্রকৃতই জ্ঞানশূন্য আহ্মক। আমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে দুনিয়াতে বিশিষ্টরূপে নির্বাচিত করিয়াছি এবং আখেরাতে ত তিনি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্যে একজন। (তিনি স্বীয় প্রভুর এতই অনুরক্ত ছিলেন যে,) যেকোন পরিস্থিতিতে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যেকোন বিষয়ে আনুগত্যের আহ্বান জানাইলে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, (দেলে, মুখে ও অষ্টাঙ্গে) আমি সারা জাহানের প্রভুর আনুগত্যে নিজকে বিলীন করিয়া দিয়াছি।" (পারা– ১ম; রকু– শেষ)।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ـ

"ঐ ব্যক্তির ন্যায় উত্তম দ্বীন আর কাহারও হইতে পারে কি? যে নিজের লক্ষ্যকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি নিবদ্ধ করিয়া নিয়াছে পূর্ণ একনিষ্ঠতার সহিত এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শের অনুসারী হইয়াছে– যে আদর্শে বক্রতার নামও নাই; (যে আদর্শের বদৌলতে) আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বীয় "খলীল" বিশেষ বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" (পারা–৫; রুকু–১৫)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۔

"আমি প্রথম হইতেই ইব্রাহীম (আঃ)-কে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার (ব্যক্তিত্ব) সম্পর্কে পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলাম"। (পারা–১৭,রুকু–৫)

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ...... وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۔

"স্মরণ কর আমার বিশিষ্ট বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকে। তাঁহারা ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি ও কার্য দক্ষতায় শীর্ষস্থানীয়; (যাহার মূল কারণ ছিল আমি তাঁহাদিগকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা সর্বদা পরকালের জীবনকে স্মরণে রাখিতেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার বাছাই করা, মনোনীত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যতম।" (পারা– ২৩; রুকু– ১৩)

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ..... وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔

"নিশ্চয় ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন অতি বড় আদর্শবান অনুসরণীয় মানুষ, আল্লার প্রতি পূর্ণ অনুগত, একনিষ্ঠ– তওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত কোন কিছুর লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শোকরগুজার। আল্লাহ তাঁহাকে বাছাই করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সরল সঠিক পথের পথিক বানাইয়াছিলেন। (আল্লাহ আরও বলেন) আমি দুনিয়াতে তাঁহাকে দিয়াছিলাম সকল প্রকার কল্যাণ; আর আখেরাতে ত তিনি নিশ্চিতরূপে সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হইবেন। তদুপরি অহী মারফৎ আপনাকে নির্দেশ দিয়াছি যে, আপনি ইব্রাহীমের আদর্শের উপর চলিবেন, যাঁহার মধ্যে চরম একনিষ্ঠতা ছিল এবং পূর্ণ তওহীদ একত্ববাদের বিপরীত কোন কিছুর লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে ছিল না।"

(পারা– ১৪; রুকু– শেষ)

ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে মোশরেকদের কুসংস্কার

মক্কার মোশরেকরা দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলিয়া দাবী করিত। তাহাদের সেই দাবী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দাবী। মোশরেকদের আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপ দ্বারা পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায়ই উক্ত দাবী অসামঞ্জস্য হওয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে সেই সামঞ্জস্যহীনতা প্রমাণ করিয়াছেন–

১৬৩৮। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কা বিজয়ের দিন) কা'বা শরীফে প্রবেশ করিয়া ইব্রাহীম (আঃ) ও মরিয়ম (আঃ)-এর চিত্র দেখিতে পাইলেন। তখন তিরস্কারের স্বরে হযরত (সঃ) বলিলেন, মক্কার লোকেরা ত এই কথা নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবে যে, (রহমতের) ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যেই ঘরে চিত্র থাকে।

চিত্রে হযরত ইব্রাহীমের হাতে তীর দেখান ছিল; সেই সম্পর্কে হযরত (সঃ) বলিলেন, তীর দ্বারা এসতেকসামের রীতির সঙ্গে ইব্রাহীমের কি সম্পর্ক ছিল?

ব্যাখ্যাঃ তীর দ্বারা দুইটি হারাম কাজ করার রীতি মোশরেকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একটি ছিল জুয়ারূপে তীর দ্বারা ভাগ বন্টন–৭ বা ১০টি তীর হইত; উহার কোনটায় ৫ সের, কোনটায় ৮ সের, কোনটায় ১৫ সের ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাণের সংকেত চিহ্ন থাকিত এবং কোনটায় ফাঁকা বা শূন্যের চিহ্ন থাকিত। কতিপয় লোক সমান অংশে টাকা দিয়া একত্রে একটি উট ক্রয় করিয়া উহার গোশত ঐ তীর দ্বারা বন্টন করিত এইরূপে যে, আবৃত স্থান হইতে অংশীদার প্রত্যেকে এক একটি তীর বাহির করিবে; যাহার তীরে শূন্যের চিহ্ন থাকিবে সে ফাঁকা যাইবে, অথচ ঐ উটের মূল্যে প্রত্যেকেই সমপরিমাণ টাকা দিয়াছে।

দ্বিতীয়টি ছিল, কোন কার্যের শুভ-অশুভ নির্ণয়। পুরোহিতের নিকট কতিপয় তীর থাকিত; উহার কোনটিতে ভাল, কোনটিতে মন্দ এবং কোনটিতে ফাঁকার চিহ্ন থাকিত। কেহ কোন কাজ করিতে বা কোথাও যাত্রা করিতে পুরোহিতের দ্বারা ঐ তীর বাহির করিত; ফাঁকা চিহ্ন বাহির হইলে পুনরায় বাহির করিত, আর ভাল-মন্দের চিহ্নের দ্বারা উক্ত কার্য বা যাত্রার মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ধারিত করিত এবং তাহা অবধারিত অখণ্ডনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত।

এই উভয় কার্যকেই "এসতেক্সাম বিল-আয্লাম" বলা হয় এবং ইহা হারাম বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (সূরা মায়েদা ১ম রুকু দ্রষ্টব্য)

মোশরেকরা চিত্রে ইব্রাহীমের হাতে এইরূপ একটি তীর দেখাইয়া বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, তাহাদের প্রচলিত ঐ রীতি হযরত ইব্রাহীমের নীতি ও আদর্শ। হযরত (সঃ) এই ইঙ্গিতকেই ভিত্তিহীন মিথ্যা গর্হিত বলিয়াছেন। মোশরেকরা হযরত ইব্রাহীমের নামে এইরূপ বহু কুসংস্কার গড়িয়াছিল। উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ আরও একখানা হাদীছ দ্বিতীয় খণ্ডে ৮৩৭ নম্বরে অনূদিত হইয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের একটি বিশেষ ঝাড়-ফুঁকের দোয়া ঃ

১৬৩৯। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পৌত্র হাসান এবং হোসাইনকে নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি দ্বারা আল্লাহ তাআলার হেফাযতে সমর্পণ করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের বংশের আদি পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এই দোয়াটি দ্বারা তাঁহার পুত্রদ্বয় ইসমাঈল ও ইসহাককে আল্লাহর হেফাযতে সমর্পণ করিতেন–

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ـ

"আল্লাহ তাআলার মঙ্গল, কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিলাম তোমাদের উভয়কে– সমস্ত শয়তান, ভূত-প্রেত হইতে এবং সাপ-বিচ্ছু, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ হইতে এবং সকল প্রকার বদ নজর হইতে।"

হযরত লূত (আঃ) ইব্রাহীম আলাইহিস সালামেরই ভাইয়ের ছেলে– ভাতিজা ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম "হারান্"। তিনি বাল্যকাল হইতে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সাহচর্যে চিলেন। প্রথমতঃ তিনি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেই সত্য ধর্ম প্রচারে হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হিজরত করতঃ মাতৃভূমি ইরাক ত্যাগ করিয়া মিসরে চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। এমনকি তিনিও হযরত ইব্রাহীমের যুগেই নবুয়ত প্রাপ্ত হন।

* মেশকাত শরীফে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের নামে আলোচ্য দোয়াটির মধ্যে এই শব্দই বিদ্যমান আছে। অর্থের দিক দিয়া এই শব্দটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। كما শব্দটি দ্বিবাচক। হাসান ও হোসাইন এবং ইসমাঈল ও ইসহাক – দুই দুই জন একত্রে উদ্দেশ্য হওয়ায় হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং ইব্রাহীম (আঃ) দ্বিবাচক শব্দ كما ই ব্যবহার করিয়াছিলেন। শুধু একটি বালকের উদ্দেশে দোয়া পড়া হইলে সে ক্ষেত্রে নিয়ম মতে اعيذك। (কাফ জবর) এবং একটি বালিকার উদ্দেশে হইল- اعيذك। (কাফ জের) পড়িলে উদ্দেশের সহিত শব্দের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে।

তাঁহারা উভয়েই মিসরে এক সঙ্গে কাজ করার পর মিসর হইতে দুইজন দুই এলাকায় চলিয়া যান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিসর হইতে সিরিয়ার ফিলিস্তিনে চলিয়া আসেন, এমনকি সিরিয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অবশ্য তিনি সিরিয়া হইতে স্বীয় দেশ (বেবিলন-) বাবেলেও তবলীগ কার্যে আসিয়া থাকিতেন।

হযরত লূত (আঃ) মিসর হইতে ঐ এলাকায় আসিয়াছিলেন যাহাকে বর্তমানে জর্দান রাজ্য বা "ট্রান্সজর্দান" বলা হইয়া থাকে। এই এলাকায় "সাদ্দুম" সামক একটি বস্তি ছিল, এই বস্তিতেই তিনি আসিয়াছিলেন। নিকটবর্তী আরও কতিপয় বস্তি ছিল, এইসব বস্তিতেই তিনি সত্য ধর্মের তবলীগ করিয়া থাকিতেন। ঐ এলাকার লোকদের মধ্যে কুফর, শেরক ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে জুলুম, অত্যাচার, পথিক, আগন্তুক, মুসাফির, বিদেশী বণিক-ব্যবসায়ীগণকে লুণ্ঠন ইত্যাদি সাধারণ অপরাধও অগণিত রকমের ছিল। তাহাদের উল্লেখযোগ্য অপরাধ যাহা মানবতার চরম অবমাননা এবং মান-বৈশিষ্ট্য লজ্জা-শরমের চরম বিপর্যয়কারী কুৎসিত ও ঘৃণিত ছিল- তাহা ছিল এই যে, তাহারা ছেলেদের সঙ্গে কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। এই কার্যে তাহারা এতই মত্ত ছিল যে, তাহার মোকাবিলায় নারী-সহবাসও তাহাদের নিকট উপেক্ষণীয় ছিল এবং তাহারা হাটে-মাঠে, রাস্তা-ঘাটে, মহফিল-মজলিসেও বিনা দ্বিধায় এই কুকর্মে লিপ্ত হইত এবং ভূপৃষ্ঠে তাহারাই ছিল এই কুকর্মের সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা। মানবতার এই চরম অবমাননা, লজ্জা-শরমের এই চরম বিপর্যয়ে হযরত লূত (আঃ) তাহাদিগকে অন্যায় অপরাধ বিশেষতঃ এই কুকর্ম হইতে বারণ করিবার শত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। অবশেষে তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজব নামিয়া আসিল- ভীষণ তর্জন-গর্জন, ভূকম্প ও উপর হইতে প্রস্তর বর্ষণের মধ্য দিয়া সমগ্র অঞ্চলের ভূখণ্ডকে উপরের দিকে উঠাইয়া উল্টাইয়া দিয়া সজোরে নিক্ষেপ করা হইল; ফলে সব কিছু ধ্বংস হইয়া সম্পূর্ণ এলাকা সাগরে পরিণত হইয়া গেল। আজও মানচিত্রে উহা জর্দানের মধ্যে আরবী ভাষায় بحرميت বাহরে মাইয়্যেত্" বাংলা ভাষায় "মরু সাগর" ইংরেজীতে "Dead sea" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার পরিমাপ এই- দৈর্ঘ্য ৭৭ কিলোমিটার তথা প্রায় ৫০ ইং মাইল, প্রস্থ ১২ কিলোমিটারের কিছু ঊর্ধ্বে প্রায় ৯ ইং মাইল, গভীরতা ৪০০ মিটার প্রায় পোয়া মাইল। পুরাতন ইতিহাসে উহাকে بحر لوط লূত সাগর নামে" আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

চতুর্দিকে স্থলভাগ বেষ্টিত, কোন সাগর মহাসাগরের যোগাযোগ হইতে বহু দূরে অবস্থিত- এই ভৌগোলিক দৃশ্যটি বাস্তবিকই পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করাইয়া থাকে। ১০৩৯-৪০ ইং সনের সমসাময়িক ভূতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক উক্ত সাগরকূল এলাকায় যে খনন কার্য চালান হইয়াছিল এবং তাহাতে যেসব পুরাতন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারাও উল্লিখিত ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে- সেই ইতিহাস চৌদ্দ শ'ত বৎসর পূর্বে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়াছিল। (কাসাসুল কোরআন খণ্ড- ১ম; পৃষ্ঠা- ২৩১)

পবিত্র কোরআনে লূত আলাইহিস সালামের ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۗءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ـ

আর আমি লূতকে এক বিশেষ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি লিপ্ত থাকিবে এই কদর্য ও নির্লজ্জ কাজে, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ব জগতের আর কেহই করে নাই? কি কুকাণ্ড! তোমরা নারীদেরকে ছাড়িয়া পুরুষের সঙ্গে যৌন কামনা চরিতার্থ কর! অধিকন্তু তোমরা অনাচারী জাতিতে পরিণত হইয়াছ।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ـ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ـ

ঐ লোকগুলির পক্ষ হইতে উত্তর শুধু ইহাই ছিল যে, তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, লূত ও তাহার

দলকে বস্তি হইতে দেশান্তরিত কর। তাহারা পবিত্রতাধারী দল সাজিয়াছে।

فَانْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ - وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا - فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ -

অতপর আমি রক্ষা করিয়াছিলাম লূতকে এবং তাঁহার পরিজনকে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পায় নাই; সে আযাবে পতিতদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাদের উপর ভয়াবহ (পাথর) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। খোঁজ লও, অপরাধীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা- ৮; রুকু-১৭)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ - اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ -

লূত (আঃ) যাহাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা নবীগণের আদর্শকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছিল। যখন তাহাদের মঙ্গলকামী লূত তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা সংযত হইবে না কি? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

আমি তোমাদের নিকট সত্য পথ বাতলাইবার উপর কোন আজুরা চাই না। আমার আজুরা সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর নিকট পাইব।

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ - وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ -

সারা বিশ্বের নজিরবিহীন কাজ- যৌন কামনা চরিতার্থের জন্য তোমাদের প্রভু কর্তৃক সৃষ্ট তোমাদের স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া পুরুষদের সঙ্গে কুকর্মে তোমরা লিপ্ত থাকিবে কি? শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা ত সীমালঙ্ঘনকারী জাতি হইয়াছ।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ -

তাহারা হুমকি দিল, হে লূত! তুমি যদি তোমার এই ধরনের প্রচার কার্য হইতে বিরত না থাক তবে নিশ্চয় তুমি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।

قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ - رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ -

লূত (আঃ) বলিলেন, তোমাদের কার্যের প্রতি আমি চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করি। হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এবং আমার পরিজনকে তাহাদের কার্যাবলীর অভিশাপ হইতে রক্ষা করিও।

فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اَجْمَعِيْنَ - اِلاَّ عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ - ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ - وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ -

সে মতে আমি লুতকে এবং তাঁহার সমস্ত পরিজনকে রক্ষা করিলাম, কিন্তু লুতের স্ত্রী- বৃদ্ধা রক্ষা পাইল না, সে আযাবে পতিতদের শামিলই থাকিল। তারপর লূত ও তাঁহার পরিজন ভিন্ন অন্য সকলকে

বিধ্বস্ত করিলাম এবং তাহাদের উপর বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; সতর্ককৃত ঐ বস্তিবাসীর উপর বর্ষিত বৃষ্টি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

নিশ্চয় এই ইতিহাসে উপদেশমূলক নিদর্শন আছে। এতদসত্ত্বেও অনেকেই ঈমান আনে না। (আল্লাহ তাহাদিগকে সময় দিতেছেন;) নিশ্চয় আপনার প্রভু ভীষণ পরাক্রমশালী এবং দয়ালুও।

(সূরা শোআ'রাঃ পারা– ১৯; রুকু– ১৩)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ـ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ـ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ـ

এবং লূতকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। স্মরণীয় ইতিহাস– যখন তিনি তাঁহার এলাকার বাসিন্দাকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি নির্লজ্জ কুৎসিত কাজেই লিপ্ত থাকিবে? অথচ তোমরা ত অজ্ঞান নও। তোমরা স্ত্রীকে ছাড়িয়া পুরুষদের সঙ্গে যৌনতা চরিতার্থ কর– কত বড় জঘন্য কাজ! শুধু ইহাই নহে, বরং তোমরা সব কার্যে একেবারেই নাদান।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ـ

তাঁহার এলাকার বাসিন্দারা উত্তরে এই সিদ্ধান্তই করিল যে, লূত পরিবারকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক; তাহারা পবিত্রতাশীল দল সাজিয়াছে।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ـ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

অতপর লূতকে এবং তাঁহার পরিজনকে বাঁচাইয়া নিলাম, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাইল না; তাহার আমল অনুযায়ী তাহাকে আযাবে পতিত দলের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছিলাম। সেই লোকদের উপর বিশেষ ধরনের (পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সতর্ককৃত লোকগুলির উপর বর্ষিত বৃষ্টি ভয়ঙ্কর ছিল। (পারা– ১৯; রুকু– ১৯)

লূত আলাইহিস সালামের দেশবাসীর উপর আযাবের ঘটনা বৈচিত্র্যময় ছিল। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বয়ানে বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে– কতিপয় ফেরেশতা মেহমানরূপে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন যাঁহাদের সম্মুখে তিনি গো-শাবকের কাবাব পেশ করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করায় ইব্রাহীম (আঃ) ভীত হইয়াছিলেন। তাহার পর ফেরেশতাগণ নিজ পরিচয় দানপূর্বক ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ছারাহ (আঃ)-কে পুত্র লাভের সুসংবাদ দিয়াছিলেন, সেই ফেরেশতাগণই ছিলেন হযরত লূতের বস্তিবাসীদের উপর আযাবের বাহক। তাঁহারা যে ঐ বস্তির উপর আযাব বর্ষণে যাইতেছেন তাহা হযরত ইব্রাহীমের নিকটও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) সে সম্পর্কে কথা কাটাকাটি এবং ঐ বস্তিতে হযরত লূতের পরিবারবর্গ সম্পর্কেও প্রশ্নোত্তর করিয়াছিলেন।

ঐ ফেরেশতাগণ সুশ্রী বালকবেশে মেহমানরূপে হযরত লূতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লূত (আঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না; কোথাও গিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়া এই সব সুশ্রী যৌবনের কুরি বালকশ্রেণীর বিদেশী মেহমানগণকে দেখিয়া দেশবাসীর চরিত্র ও অভ্যাস স্মরণে চিন্তায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এদিকে নিজ ঘরেই ইঁদুর– তাঁহার স্ত্রী ছিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ অসহযোগী; সে যাইয়া এইসব মেহমান সম্পর্কে দেশবাসীকে খবর দিয়া আসিল। দেশবাসী মাতালের ন্যায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। লূত (আঃ) অস্থির হইয়া পড়িলেন; কাহারও

কোন সাহায্য-সহায়তা পাইবার আশা নাই। গুণ্ডারা উপস্থিত হইল। তিনি মেহমানগণকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করিলেন– আপন কন্যাগণকে ঐ গুণ্ডা দলের সর্দারদের বিবাহে দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাহারা সব কিছু অগ্রাহ্য করিল এবং একই কথা বলিল যে, আপনি ত জানেন আমরা কি চাই।

হযরত লূতের অবস্থা চরমে পৌঁছিল। তখন ফেরেশতাগণ গোপনে তাঁহার নিকট নিজেদের পরিচয় দান করিলেন এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, আপনি স্বীয় পরিজন ও সঙ্গীগণকে লইয়া রাত্রে রাত্রেই এই দেশ ত্যাগ করিবেন। ভোর হইতে না হইতেই এই দেশের উপর আল্লাহর আযাব আসিবে; অবশ্য আপনার স্ত্রী যাইবে না; তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিবেন না।

যেসব বদমায়েশ হযরত লূতের বাড়ী চড়াও করিয়াছিল আল্লাহ তাআলা ঐ সময়েই তাহাদের অন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাত্রি অতিবাহিত হইতেই স্থায়ী আযাব সমগ্র এলাকাকে গ্রাস করিল। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা– (পারা– ২৭; রুকু– ৯)

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ....

"বদমায়েশের দল লুত (আঃ)-কে চাপ দিতেছিল তাঁহার মেহমানগণকে হস্তগত করার জন্য; বস্– আমি তাহাদের চক্ষুগুলি নির্বাপিত করিয়া দিলাম; আমার আযাব ও সতর্ককরণের মজা ভোগ কর। আর প্রভাত আরম্ভেই সমগ্র এলাকায় স্থায়ী আযাব আসিয়া গেল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۔

"লূত (আঃ) তাহাদিগকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সতর্ককরণকে সন্দেহ ও দ্বিধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। (পারা–২৭ ; রুকু– ৯)

ফেরেশতাদের পরামর্শ মতে লুত (আঃ) স্বজনগণকে লইয়া সিরিয়া দেশের উদ্দেশে রাত্রেই এই বস্তি ছাড়িয়া গেলেন। প্রভাতে এই এলাকায় ভয়ঙ্কর ভূকম্প-ভূচালের তর্জন-গর্জন আরম্ভ হইল, উপর হইতেও প্রস্তর বর্ষিতে লাগিল, সমগ্র দেশকে উপরে তুলিয়া উল্টাইয়া সজোরে নিক্ষেপ করা হইল। প্রভাতেই সমগ্র দেশ ধ্বংস হইয়া দেশবাসী পাপিষ্ঠরা ভূপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে মুছিয়া গেল– রহিল শুধু তাহাদের কুৎসিত কলঙ্কের কালিমা রেখা। এই সব কেসসা-কাহিনী বা গল্পের ছড়া নহে, ইহা বাস্তব ইতিহাস। পবিত্র কোরআনে ইহার বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۔ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۔ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۔

লূতকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখন তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন নির্লজ্জ কুৎসিৎ কাজে লিপ্ত যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ব জগতের কেহই করে নাই। পুরুষ ছেলেদের সঙ্গে কুকর্ম, ডাকাতি এবং প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্মে কি তোমরা ডুবিয়া থাকিবে? দেশবাসীর উত্তর ইহাই ছিল যে, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তবে আমাদের উপর আল্লাহর গজব নিয়া আস। লূত (আঃ) ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এই দুষ্টদের মোকাবিলায় মদদ করুন। এদিকে যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ (পথিকবেশে) ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হইলেন (পুত্রের) সুসংবাদ লইয়া; তখন তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, আমরা হযরত লূতের ঐ বস্তিবাসীদের ধ্বংসের প্রোগ্রাম নিয়া যাইতেছি; ঐ বস্তিবাসীরা স্বৈরাচারী দলে পরিণত হইয়াছে।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۔

ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, ঐ বস্তিতে ত লূত পয়গম্বরও বাস করেন। তাঁহারা বলিলেন, সেখানে কে কে আছে তাহা আমরা ভালরূপেই অবগত আছি। আমরা তাঁহার এবং তাঁহার পরিজনের রক্ষার ব্যবস্থা করিব; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী– সে আযাবগ্রস্তদের মধ্যেই থাকিবে।

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۔ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۔ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۔ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۔

আমার প্রেরিত ঐ ফেরেশতাগণ যখন লূতের গৃহে উপস্থিত হইলেনম, তখন (যেহেতু তাঁহারা সুশ্রী বালক বেশে ছিলেন এবং লুত (আঃ) তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই, তাই) লূত (আঃ) ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনও ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফেরেশতাগণ বলিলেন, আপনি শঙ্কিত হইবেন না। আমরা আপনার এবং আপনার পরিজনের রক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয় করিব। অবশ্য আপনার স্ত্রী আযাবে পতিতদের দলভুক্ত রহিয়াছে। নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন এই বস্তিবাসীদের উপর আমরা আসমানী আযাব ফেলিব তাহাদেরই বদকারীর দরুন। নিশ্চয় আমি ঐ বস্তির এমন নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছ যাহা বুদ্ধিমান লোকদে পক্ষে সুস্পষ্ট উপদেশমূলক। (পারা-২০; রুকু-১৬)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۔ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۔ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۔

ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তুক ফেরেশতা দলের মনোভাব অনুভব করিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের সম্মুখে আর কি প্রোগ্রাম আছে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা (লূত নবীর বস্তিবাসী) এক অপরাধ-পরায়ণ জাতির প্রতি (তাহাদের ধ্বংস করার জন্য) প্রেরিত হইয়াছি; অবশ্য লূত পরিবারকে বাঁচার সুব্যবস্থা নিশ্চয় করিব, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রক্ষা পাইবে না। তাহার জন্য আমরা (আল্লাহর আদেশ) সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছি, সে আযাবে পতিত দলেই থাকিবে।

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۔ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۔

প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের গৃহে পৌঁছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরা তোমাদের চিনিতে পারি নাই। তাঁহারা বলিলেন, আমরা অন্য কিছু নহি. বরং আপনার নিকট সেই ব্যাপার নিয়াই আসিয়াছি যেইটা সম্বন্ধে এই দেশবাসী সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছে অর্থাৎ আসমানী আযাব। আমরা আপনার নিকট অবশ্যম্ভাবী প্রোগ্রাম লইয়া আসিয়াছি। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য।

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۔

অতএব আপনি স্বীয় পরিজনসহ রাত্রের অংশেই এই দেশ ত্যাগ করিবেন; আপনি সকলের পিছনে থাকিবেন। আপনার দলের কেহ যেন পিছনের দিকে না তাকায়; যথাসত্বর আপনারা আদিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌঁছিবেন। وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ـ

আমি লূতকে এই সিদ্ধান্তও জানাইয়াছিলাম যে, ভোর হইতে না হইতেই এই দেশবাসী সমূলে ধ্বংস হইবে। وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ـ

(ঘটনার প্রথম অংশের বিবরণ–) ঐ দেশবাসীরা (আগন্তুক ছদ্মবেশী যৌবনের কুরি ছেলেদের উদ্দেশ্যে) উল্লাস-স্ফূর্তির সহিত ধাবিত হইল। قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنَ ـ

লূত (আঃ) তাহাদের বলিলেন দেখ! ইহারা আমার মেহমান; তাঁহাদের প্রতি দুব্যবহার করিয়া আমাকে অপমান করিও না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আমাকে অপদস্থ করিও না।

قَالُوْا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

তাহারা (লূতের উপর দোষ চাপাইল–) আমরা ত পূর্বেই আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, দুনিয়াভর মানুষের যাহাকে তাকে স্থান দিবেন না। (তাহাদিগকে স্থান না দিলে অপদস্থ হইতেন না)।

قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ـ

লূত (আঃ) তাহাদের বড়দেরকে ইহাও বলিলেন, আমার কন্যাগণ আছে; তোমারা যদি চাও বিবাহ করিয়া নিয়া যাও; আমাকে অপদস্থ করিও না। لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ـ

আল্লাহ শপথ করিয়া বলিলেন যে, তাহারা ত তখন মাতলামির জোশে পাগল হইয়া গিয়াছিল, (এই সব কথা তাহাদের উপর ক্রিয়া করিবে কিরূপে)? فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ـ

ফলে প্রভাত হইতেই প্রচণ্ড শব্দের গর্জন তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ـ

সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তিকে উল্টাইয়া উপর দিক নীচে, নীচের দিক উপরে করিয়া দিলাম এবং তাহাদের উপর শক্ত কাঁকরে পাথর বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়া ছিলাম।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ـ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ـ

এই ঘটনায় তথ্যানুসন্ধানীদের জন্য অনেক কিছু নির্দশন রহিয়াছে এবং ঐ এলাকাটি মক্কাবাসীর সিরিয়া যাতায়াতের রাস্তার উপর অবস্থিত। (পারা– ১৪; রুকু– ৪)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ـ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ـ

ইব্রাহীম যখন (আগন্তুকদের পরিচয় লাভে) নির্ভয় হইলেন এবং পুত্র লাভের সুসংবাদে সন্তুষ্টি লাভ করিলেন, তখন ইব্রাহীম লূতের দেশবাসী সম্পর্কে আমার নিকট পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিকই ইব্রাহীম ছিলেন ধৈর্যশীল, অতিশয় কোমল হৃদয়, নম্র স্বভাবের।

يَاِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ـ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ـ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ـ

(তখন বলা হইল,) হে ইব্রাহীম! আপনি এই বিষয়ে নিবৃত্ত থাকুন। নিশ্চয় এ সম্পর্কে আপনার প্রভুর অকাট্য ফরমান আসিয়া গিয়াছে এবং লুতের দেশবাসীর উপর অপ্রতিরোধ্য আযাব আসিবেই।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ـ

অতঃপর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন (সুশ্রী বালকবেশে) উপস্থিত হইল লূতের গৃহে তখন তাহাদেরকে নিয়া তিনি বিব্রত হইলেন, দুর্বল ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং হায়-হুতাশ করিয়া বলিলেন, আজিকার দিনটি (আমার পক্ষে) ভয়ানক কঠিন দিন।

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰت ـ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ـ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ـ

এদিকে তাঁহার দেশবাসী তাঁহার গৃহের প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল; তাহারা পূর্ব হইতেই কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল। লূত (আঃ) তাহাদের সর্দারদেরকে বলিলেন, আমার কন্যাগণকে তোমরা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিয়া নিতে পার– তাহারা তোমাদের জন্য বৈধ হইবে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করা হইতে বারণ থাক। তোমাদের মধ্যে একজনও কি সুবোধ মানুষ নাই?

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ـ

দেশবাসীরা বলিল, আমাদের প্রয়োজন নাই আপনার কন্যাদের। আমরা কি চাই তাহা আপনি ভাল রূপেই জানেন।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ـ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ـ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ـ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ـ

লূত (আঃ) অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, হায়– যদি তোমাদিগকে শায়েস্তা করার শক্তি আমার থাকিত বা আমি কোন মজবুত পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা পাইতাম! আগন্তুক ফেরেশতাগণ তখন নিজেদের পরিচয় দানে লূত (আঃ)-কে বলিলেন, আমরা আপনার মহান প্রভুর প্রেরিত। এই বদমাশরা আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। অতএব আপনি নিজ পরিজনকে লইয়া রাত্র থাকিতে এই দেশ হইতে চলিয়া যান এবং আপনাদের কেহ পিছন দিকে ফিরিয়া যেন না দেখে। অবশ্য আপনার স্ত্রী– তাহার উপর পড়িবে সেই আযাব যাহা দেশবাসীর উপর আসিবে।* তাহাদের জন্য নির্ধারিত সময় হইল প্রভাত। প্রভাত কি অতি নিকটবর্তী নহে?

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ ـ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ـ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ـ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) অতঃপর যখন উপস্থিত হইল আমার ফরমান তখন ঐ দেশটাকে উল্টাইয়া উপরকে নীচ নীচকে উপর করিয়া দিলাম। এতদ্ভিন্ন ঐ বস্তিবাসীদের উপর পাথর বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়াছিলাম;

* হযরত লুৎ আলাইহিস সালামের স্ত্রী আযাব হইতে রক্ষা পাইল না– যেরূপ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের স্ত্রীও আযাব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল না। নিজে কাফির হইলে কাহারও কোন সম্পর্ক যে নাজাতের জন্য ফলপ্রদ হয় না তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুই নারীর ঘটনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বিশেষরূপে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার বিবরণ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে।

পাথর খণ্ডগুলি বৃষ্টির ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল; ঐ পাথর আপনার প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য নিদর্শনযুক্ত ছিল। ঘটনাস্থল ঐ বস্তি মক্কার স্বৈরাচারীদের হইতে অধিক ব্যবধানে নহে (তাহা দেখিয়া তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে)। (সূরা হুদঃ পারা-১২ রুকু-৭)

হযরত ইসমাঈল (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)। তাঁহার বংশধর হইতে একমাত্র পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। বায়তুল্লাহ শরীফ তৈয়ার করিতে ইসমাঈল (আঃ) স্বীয় পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে একত্রে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিয়াছিলেন- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ ـ

"হে আমার প্রভু পরওয়ারদেগার! আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একজন রসূল পাঠাইও-যিনি তাহাদিগকে তোমার কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন,

ঐ কিতাবের বিস্তারিত শিক্ষা এবং কর্ম জ্ঞান দান করিবেন। শরীয়ত তথা আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের শিক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদের ভিতর, বাহির, বাহ্যিক ও আত্মিক পরিচ্ছন্ন তথা চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করিবেন। হে প্রভু! তুমি সর্বশক্তিমান সুকৌশলী- তুমি সব কিছু করিতে পার।"

ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ) উভয়ের মিলিত এই দোয়ায় প্রার্থনীয় রসূলই হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। এই বিষয়টি এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে- "আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের দোয়ারই বাস্তবরূপ।" এই হাদীছে আলোচ্য আয়াতের দোয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের পর দুনিয়াতে বহু সংখ্যক রসূলের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে উক্ত দোয়ার বাস্তবরূপ সাব্যস্ত করা হইল। অন্য কোন রসূলকে সাব্যস্ত করার মধ্যে অসুবিধা এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়ে মিলিতভাবে বলিয়াছিলেন- "আমাদের বংশধর হইতে"। অতএব এই দোয়ার রূপে রূপায়িত ঐ রসূলই হইতে পারেন যিনি বংশীয় সূত্রে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের পূর্ববর্তী নবীগণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশ হইতে ছিলেন; ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে কোন নবী আসেন নাই; একমাত্র সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বংশের ছিলেন। অতএব হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল উভয়ের মিলিত বংশের রসূল একমাত্র সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ই ছিলেন, তাই তিনিই উক্ত দোয়ার বাস্তবরূপ হিসাবে নির্ধারিত।

হযরত ইসহাক (আঃ)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র- যিনি তাঁহার বিবি ছারাহ্ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহার তরফে ছিলেন, তিনিই ইসহাক (আঃ)। তাঁহার জন্মের পূর্বেই ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাঁহার শুভাগমন সম্পর্কে তাঁহার পিতা ইব্রাহীম (আঃ) ও মাতা ছারাহ্ (রাঃ)-কে সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি যে পূর্ণ বয়সপ্রাপ্তির সুযোগ পাইবেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফেরেশতাগণ এই সুসংবাদও দিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঔরসে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহার নাম হইবে "ইয়াকুব"। এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যাহা হযরত ইব্রাহীমের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)

হযরত ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আঃ), তাঁহার সময়কাল খৃষ্ট সনের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে। তাঁহার আর এক নাম ছিল 'ইসরাঈল"। ইহা ইবরানী ভাষা- "ইছরা" শব্দ আরবী "আব্‌দ" শব্দের অর্থে এবং "ঈল্" "আল্লাহ" অর্থে। এই সূত্রে 'ইসরাঈল" অর্থ "আবদুল্লাহ"-আল্লাহর বান্দা বা দাস।

এই নামের সূত্রে তাঁহার বংশধরকে "বনী ইসরাঈল" ইসরাইলের তথা ইয়াকুবের বংশধর বলা হয়। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার যুগে বিশ্বের বিশেষতঃ আরবের দুইটি বিশেষ সম্প্রদায়– ইহুদী ও নাসারা উক্ত বনী ইসরাঈল নছলেরই ছিল এবং বহু ঐতিহাসিক ঘটনাবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ নবী মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) তাহাদের মধ্য হইতে ছিলেন। তাই অনেক অনেক ঘটনার সংশ্লিষ্টে পবিত্র কোরআনের অগণিত স্থানে বনী ইসরাঈলের উল্লেখ ও সম্বোধন রহিয়াছে।

হযরত ইব্রাহীমের জন্মদেশ ইরাক ছিল বটে, কিন্তু তথা হইতে হিজরত করতঃ তিনি অবশেষে সিরিয়ার ফিলিস্তিনে বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ইসহাক (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁহার বংশধর বনী ইসরাইলও সিরিয়ার বাসিন্দাই ছিলেন। এই সূত্রে বনী ইসরাঈলগণ মূলতঃ সিরিয়ার অধিবাসী ছিল। হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ (আঃ) ভাগ্যচক্রে মিসরে উপনীত হইয়াছিলেন। ঘটনার বিবর্তনে তিনি মিসরের অধিপতি হইয়া স্বীয় মাতা-পিতা ও ভাই বোনদেরকে মিসরে নিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে এশিয়ার অন্তর্গত সিরিয়া হইতে বনী ইসরাঈলদের পূর্বপুরুষরা আফ্রিকার অন্তর্গত মিসরে চলিয়া আসিলেন, তথায় তাঁহাদের আবাদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বহু যুগ অতিক্রমের পর সেই মিসরে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হইল। তিনি তৎকালীন মিসর অধিপতি ফেরাউনের কবল হইতে বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করার জন্য তাহাদিগকে লইয়া মিসর হইতে সিরিয়া আসিয়াছিলেন; যেই ঘটনা সংশ্লিষ্টেই ফেরআউন ধ্বংস হইয়াছিল। এইভাবে বনী ইসরাঈলরা সিরিয়ায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল এবং তাহারা মিসরেরও মালিক হইয়াছিল। এই সব ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে; হযরত মূসা (আঃ)-এর বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ তাআলা উদ্ধৃত হইবে।

হযরত ইসুফ (আঃ)

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। হযরত ইউসুফের ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সর্বাধিক সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত ঘটনা। এই ঘটনার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, পবিত্র কোরআনে অন্যান্য নবীগণের ঘটনা টুকরা টুকরা অংশ অংশরূপে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে; পূর্ণ ঘটনা একত্রে উল্লেখ হয় নাই। হযরত ইউসুফের ঘটনা সুদীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ ঘটনা একত্রে ধারাবাহিকরূপে উল্লেখ হইয়াছে। পবিত্র কোরআন এই ঘটনাকে احسن القصص অতি উত্তম কাহিনী বা ইতিহাস নামে আখ্যায়িত করিয়াছে।

হযরত ইউসুফের ইতিহাস এমনই এক বিচিত্রময় ইতিহাস যে, তাহার মধ্যে উপদেশমূলক বহু উপাদান এবং আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيٰتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ ـ

"নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাঁহার ভাইদের ঘটনায় (উপদেশ লাভের, আল্লাহর কুদরতের এবং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সত্যবাদিতার) বহু নিদর্শন রহিয়াছে– বিশেষতঃ জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য।"

ইহুদীরা মক্কাবাসীদের পরামর্শ দিয়াছিল যে, নবুয়ত ও অহী প্রাপ্তির দাবীদার মুহাম্মদকে ইউসুফ নবীর ইতিহাস জিজ্ঞাসা কর যাহা এমন ইতিহাস যে, আসমানী এলম ছাড়া তাহা কঠিন। অতএব এই প্রশ্নের দ্বারাই মুহাম্মদের সত্য-মিথ্যার প্রমাণ হইয়া যাইবে। সেমতে তাহাই করা হইল এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই হযরত ইউসুফের পূর্ণ ইতিহাস সম্বলিত এই সুদীর্ঘ সূরা নাযিল হইয়াছিল। অতএব এই বিবরণ প্রশ্নকারীদের পক্ষে বিশেষরূপে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। আর এই ঘটনা

বিশেষরূপে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, "আল্লাহ যাকে চান বাঁচাইতে কে পারে তাকে মারিতে? এবং আল্লাহ যাহাকে চান উঠাইতে কে পারে তাহাকে নামাইতে?

এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের যেসব নিদর্শন রহিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। হযরত ইউসুফের ভাইগণ তাঁহাকে প্রাণে বধ করার জন্য অন্ধ কূপে ফেলিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) ক্রীতদাসরূপে মিসরের বাজারে বিক্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে মিসর অধিপতি বানাইয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্রময় কুদরতের লীলার বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

হযরত ইউসুফের ইতিহাসের জন্য অন্য কোন বই-পুস্তক বা গ্রন্থের আবশ্যক নাই, পবিত্র কোরআনের বিবরণই যথেষ্ট। অতএব এ স্থানে পবিত্র কোরআনের বিবরণের অনুবাদই করা হইবে, অবশ্য সংক্ষিপ্ততার জন্য আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হইবে না। ১২-১৩ পারা- সূরা ইউসুফের মধ্যে সমস্ত আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বিভিন্ন স্ত্রীর পক্ষ হইতে বার জন ছেলে ছিল; তন্মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনইয়ামীন এই দুই জন এক মাতার ঔরসের ছিলেন, অন্যান্য ভ্রাতাগণ বিভিন্ন মাতার পক্ষের ছিলেন। ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ এবং তাঁহার সূত্রে তাঁহার ভ্রাতা বিনইয়ামীনকে সর্বাধিক ভালবাসিতেন। ইউসুফের প্রতি তাঁহার ভালবাসা অতিমাত্রায় ছিল এবং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, ইউসুফের উপর নূরে নবুয়তের যে উজ্জ্বল আভা ছিল তাহা হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্পষ্টরূপে দেখিতেছিলেন- যাহা অন্য আর কোন পুত্রের উপর ছিল না। এতদ্ভিন্ন বাল্যকালেই তাঁহার মাতা ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে এত অধিক ভালবাসিতেন। তদুপরি ইউসুফের একটি স্বপ্ন, যাহা তাঁহার প্রাধান্যতার পূর্বাভাস এবং স্পষ্ট প্রমাণ ছিল, তাহার দরুন সেই ভালবাসা আরও অধিক হইয়া গেল।

ইউসুফের প্রতি পিতার এই ভালবাসা অন্যান্য বড় ভাইদের পক্ষে বিষতুল্য পরিগণিত হইল। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সুদীর্ঘ ঘটনার সূচনা ইহা হইতেই।

সূরা ইউসুফের অনুবাদ

ভূমিকা ঃ আলিফ লা-ম্-রা- (এ স্থানে তোমাদের সম্মুখে যাহা পেশ করা হইবে-) এই সব এমন এক কিতাবের আয়াতসমূহ যে কিতাবের সত্যতা অকাট্যতা ও বিবরণ অতি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট। আমি তাহাকে আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাযিল করিয়াছি যেন (তাহার প্রথম সম্বোধক) তোমরা (আরববাসী) সহজে ও ভালরূপে বুঝিতে পার (তোমাদের মাধ্যমে সারা বিশ্ব তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে)। এই কোরআনের অহী মারফত আমি আপনাকে এক উত্তম কাহিনী বয়ান করিয়া শুনাইব, অবশ্য আপনিও ইতিপূর্বে উহার খবর রাখিতেন না।

ঘটনার প্রকাশ্য সূচনা

একদা ইউসুফ স্বীয় পিতাকে বলিলেন, আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যকে আমার সম্মুখে নত হইতে দেখিয়াছি। এতদশ্রবণে পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস! তোমার ভাইদের নিকট এই স্বপ্ন প্রকাশ করিও না, নতুবা তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তোমাকে আল্লাহ তাআলা যেরূপ স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, বাস্তবেও) তদ্রূপ তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার (শ্রেষ্ঠত্ব দান করতঃ) বিশেষত্ব প্রদান করিবেন এবং বিশেষরূপে তোমাকে স্বপ্ন ব্যাখ্যার গভীর জ্ঞানদান করিবেন এবং আরও নেয়ামত (তথা নবুয়ত) দানপূর্বক তোমার উপর এবং ইয়াকুবের বংশধরের উপরে নেয়ামতদান কার্য সম্পন্ন করিবেন; যেরূপ তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর করিয়াছিলেন। তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা- সুকৌশলী।

ঘটনার আরম্ভ

বাস্তবিকই ইউসুফ ও তাঁহার ভাইদের ঘটনায় বহু নিদর্শন ছিল জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য। একদা ভ্রাতাগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া বলিল, ইউসুফ ও তাঁহার ভ্রাতা "বিনইয়ামীন"ই আমাদের পিতার অধিক ভালবাসার পাত্র, অথচ (আমরা শক্তিশালী এবং সংখ্যায় বেশী) আমরা হইতেছি একটি দল! (আমাদের দ্বারা পিতার স্বার্থ অধিক উদ্ধার হইতে পারে, তবুও পিতা তাহাদেরকে অধিক ভালবাসেন,) নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভুলে আছেন।

অতএব সকলের প্রচেষ্টায় ইউসুফকে হত্যা করিয়া ফেলা হউক কিম্বা কোন দূরদেশে ফেলিয়া আসা হউক; ইহাতে তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হইবে এবং এই ব্যবস্থাবলম্বনে তোমাদের সব কিছু শোধরাইয়া যাইবে।

তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, ইউসুফকে প্রাণে বধ না করিয়া কোন একটি অন্ধকূপে ফেলিয়া দেওয়া হউক; (পার্বত্য অঞ্চলের কূপের পানি কম হয়, তাই সে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে এবং) কোন পথিক তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইবে। যদি তোমরা কিছু করিতে ইচ্ছা কর তবে এই ব্যবস্থাবলম্বন কর। (এই কথার উপর সকলে একমত হইয়া তাহা বাস্তবায়নের তদবীরে লাগিয়া গেল)।

ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে ফেলিবার ঘটনা

একদা ভ্রাতাগণ সকলে মিলিতভাবে পিতার নিকট বলিতে লাগিল, আপনি ইউসুফ সম্বন্ধে আমাদের উপর আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করেন না কেন? অথচ নিঃসন্দেহে আমরা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব তাহাকে আগামীকল্য আমাদের সঙ্গে যাইতে দিবেন; সে আমাদের সঙ্গে (জঙ্গলে যাইয়া) ফল-ফলারি খাইবে এবং খেলাধুলা করিবে; আমরা তাহার হেফাজত করিব নিশ্চয়।

পিতা বলিলেন, এই ভাবিয়া আমি নিশ্চয় চিন্তিত হই যে, তোমরা ইউসুফকে আমার চোখের আড়ালে লইয়া যাইবে এবং আশঙ্কাও করি যে, তোমাদের উদাসীনতার সুযোগে (জঙ্গলে) তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলে নাকি!

তাহারা বলিল, আমাদের একদল মানুষ থাকা সত্ত্বেও যদি তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিতে পারে তবে ত আমাদের মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না।

যখন তাহারা ইউসুফকে (নিজেদের নির্ধারিত স্থানে) নিয়া গেল এবং তাঁহাকে অন্ধকূপের তলদেশে ফেলিবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া নিল, তখন আমি ইউসুফকে গোপন সূত্রে জ্ঞাত করিলাম, (তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহাদের এই সব তদবীর সত্ত্বেও তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, এমনকি এইরূপ দিনও আসিবে যে, তাহাদের উপর তোমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং) তুমি তাহাদিগকে তাহাদের এই অপকর্মের বিবরণ জানাইয়া তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবে। এখন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না (অতঃপর তাহারা ইউসুফকে অন্ধকূপে নামাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল)।

পিতার নিকট ভাইদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা

ভ্রাতাগণ সন্ধ্যার পর কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, বাবাজান! আমরা সকলে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মাল-সামানার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম; ইত্যবসরে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে– আপনি ত আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী হইয়া থাকি। আর তাহারা ইউসুফের জামার উপর মিথ্যা রক্ত (তথা অন্য কিছুর রক্ত) মাখাইয়া নিয়া আসিল। (খোদার লীলা– তাহার জামাটিকে বাঘে খাওয়া মানুষের জামার ন্যায় ছিড়িয়া ফাঁড়িয়া লয়

নাই, তাহা ছিল সম্পূর্ণ আস্ত– ইহা লক্ষ্য করিয়া) পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন (তাহাকে বাঘে খায় নাই), বরং তোমরাই নিজে নিজে একটা কথা গড়িয়া লইয়াছ; অতএব পূর্ণ ধৈর্যধারণ ছাড়া আর আমার গতি কি? আর তোমরা যাহা বলিতেছ সেই ব্যাপারে আল্লাহই হইতেছেন সাহায্য প্রার্থনার স্থল।

কূপ হইতে ইউসুফের বাঁচিয়া আসার ঘটনা

এদিকে একদল সওদাগর পথিক কূপটির নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদের পানিবাহক ভিশ্‌তীকে পানি আনিবার জন্য ঐ কূপে পাঠাইল; সে ঐ কূপে ডোল ফেলিল। (বালক ইউসুফ ঐ ডোল ধরিয়া কূপ হইতে উঠিয়া আসিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া) চীৎকার করিয়া উঠিল যে, এ দেখি একটি বালক। দলের লোকগণ ইউসুফকে লাভজনক বস্তুরূপে গোপন রাখিল যেন কেহ খোঁজ পাইয়া দাবী না করে)। অথচ আল্লাহ তাআলা তাহাদের সর্ব কার্যকলাপ জ্ঞাত হইতেছিলেন। (সওদাগর দল ইউসুফকে লইয়া মিসর পৌঁছিল) এবং তাঁহাকে কম মূল্যে– মাত্র কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করিল। তাহারা (ইউসুফকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই তাহারা) তাঁহার প্রতি অনুরাগী ছিল না।

মিসরে ইউসুফের প্রাথমিক অবস্থা

মিসরে যে ব্যক্তি ইউসুফকে ক্রয় করিল (সে ছিল মিসরের উজিরে আযম তথা প্রধান শাসনকর্তা এবং সে নাকি নিঃসন্তান ছিল); সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, বিশেষ সুনজরের সহিত তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; হয়ত আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা তাহাকে ছেলে বানাইয়া নিব। এইরূপে মিসরে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত (করার সূচনা) করিলাম। এইসব করার মধ্যে এই উদ্দেশ্যও ছিল যে, (তাঁহাকে নবুয়ত দেওয়া হইবে মোজেযা স্বরূপ) আমি তাঁহাকে স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান দান করিব। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা নিজ কার্যে ও ইচ্ছা প্রয়োগে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ লোক সে সম্পর্কে অজ্ঞ। (আল্লাহ তাআলার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন– তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ইউসুফের ঘটনা। ইউসুফ নিরুপায় নিঃসহায়রূপে কূপে নিক্ষিপ্ত হইল, তারপর বাজারে বিক্রীত হইল। আল্লাহ তাআলার কুদরতের লীলা– সেই ইউসুফকে শুধু ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিতই করিলেন না, বরং আল্লাহ বলেন,) অতপর যখন ইউসুফ পূর্ণ বয়সে পৌঁছিলেন তখন আমি তাঁহাকে এল্‌ম এবং হেকমত দান করিলাম। (তথা শরীয়তের জ্ঞান এবং নবুয়ত দান করিলাম)। সৎ ও খাঁটী কর্মশীল ব্যক্তিবর্গকে আমি এইরূপে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (যেই ইউসুফ মিসর রাজ্যের ক্ষমতাসীন, শরীয়তের জ্ঞানী এবং নবুয়তের আসনে আসীন হইয়াছেন, সেই ইউসুফের প্রথম জীবনের কাহিনী কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার সেই জীবনের দুঃখ-যাতনা ভোগের বৈচিত্র্যময় ধারাবাহিক বিবরণ আরও শুন–)

ক্রেতার গৃহে ইউসুফের দারুন পরীক্ষা

(মিসরের উজিরে আযম যিনি ইউসুফকে খরিদ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকট রাখিয়াছিলেন। ইউসুফ যখন যৌবনে পড়িলেন তখন) ঐ মহিলা যাহার গৃহে ইউসুফ বসবাস করিতেন অর্থাৎ উজিরে আযমের স্ত্রী), সে-ই ইউসুফকে নিজের প্রতি ফুসলাইতে লাগিল, এমনকি একদিন ঘরের সব দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, হে ইউসুফ! আমি তোমাকে বলি– তুমি আমার প্রতি আস। (আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকিলে কোন পরিস্থিতিই মানুষকে বিপথগামী করিতে পারে না, তাহার এক বিরাট নমুনা স্থাপন করিয়াছিলেন ইউসুফ (আঃ)। ইউসুফ (এইরূপ পরিস্থিতিতেও পরিষ্কার) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে কত উত্তম অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন! এমন উপকারী জন প্রভুর আদেশ বিরোধী ও অসন্তুষ্টির কাজ করার ন্যায় অন্যায় অপরাধ আর কি হইতে পারে?) ইহা সুনিশ্চিত যে, অন্যায়কারীর ভালাই কখনও হয় না।

(কি সাংঘাতিক পরিস্থিতি ও অগ্নিপরীক্ষা! একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রতি লক্ষ্য রাখাই এই পরিস্থিতিতে ইউসুফকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে)। স্ত্রীলোকটির অন্তরে ত ইউসুফের প্রতি অভিলাষ পূর্ণ মাত্রায় গাঁথিয়া গিয়াছিলই; যদি ইউসুফ স্বীয় প্রভুর অভিজ্ঞান (তথা ইহা যে, গোনাহর কাজ, আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কাজ তাহা) প্রত্যক্ষ না করিতেন তবে তাঁহার অন্তরেও খেয়াল সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র ছিল না।* আমি ইউসুফকে এই ধরনের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; উদ্দেশ্য ছিল– তাঁহাকে মন্দ, নির্লজ্জতা ও খারাপ কাজ– ছোট বড় সমস্ত গোনাহ হইতে অস্পৃশ্য রাখা। তিনি আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।

(আবদ্ধ দরজার ভিতরে যে উদ্দেশের প্রতি ইউসুফকে ডাকা হইতেছিল,) ইউসুফ তাহা হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) দরজার প্রতি দৌড়িয়া ছুটিলেন, স্ত্রীলোকটিও তাঁহার পেছনে ছুটিল, পিছন হইতে জামা টানিয়া ধরিলে তাহা ছিঁড়িয়া গেল। উভয়ে দৌড়িয়া দরজার বাহিরে গৃহস্বামীকে উপস্থিত পাইল।

ইউসুফের প্রতি চরম আঘাত কিন্তু সত্যের জয়

(গৃহস্বামীকে উপস্থিত দেখা মাত্র) স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া উঠিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যে কুকর্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছে জেল ভোগ বা কঠিন শাস্তি ভোগ ছাড়া তাহার সাজা কি হইতে পারে? (অর্থাৎ ইউসুফ আমার সঙ্গে কুকর্ম করিতে চাহিয়াছিল; তাহাকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক)। ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, (আমি অপরাধী নহি, বরং) সে-ই নিজে আমার দ্বারা মতলব হাসিলের জন্য আমাকে ফুসলাইতেছিল। এই সম্পর্কে ঐ স্ত্রীলোকটির আপন জনের মধ্য হইতে একজন (অভিনব ধরনের) সাক্ষ্যদাতা (দুগ্ধপোষ্য শিশু ইউসুফের সত্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিল, যদি ইউসুফের জামা সম্মুখ দিকে ছিড়া হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদিনী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইবে। আর যদি তাঁহার জামা পিছন দিকে ছিড়া হয় তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিনী এবং ইউসুফ সত্যবাদী সাব্যস্ত হইবেন।

যখন গৃহস্বামী দেখিতে পাইল যে, ইউসুফের জামা পিছনের দিক হইতে ছিঁড়া তখন স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, ইহা তোমাদের নারী জাতির ধূর্ততা। তোমাদের ধূর্ততা বাস্তবিকই অতি সাংঘাতিক। (ইউসুফ (আঃ) কে বলিলেন,) হে ইউসুফ! যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য মনে কিছু করিও না। (স্ত্রীকে ইহাও বলিলেন যে,) তুমি নিজের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; বস্তুত তুমিই অপরাধিনী।

* বস্তুত যেকোন রকম পরিস্থিতিতে যত অভিলাষপূর্ণ গোনাহই হউক না কেন আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁহার ভয় অন্তরে জাগ্রত থাকিলে ঐ গোনাহের প্রতি আকর্ষণ মোটেই জন্মিতে পারে না। মানুষ তাহার অন্তরে ঈমান তথা আল্লাহর বিশ্বাস ও ভয় থাকাবস্থায় যেনা–ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান ইত্যাদি কোন গোনাহতেই লিপ্ত হইতে পারে না। অতএব মানুষের অন্তরে আল্লাহর বিশ্বাস ও ভয় সৃষ্টি করাই হইল অপরাধপ্রবণতা বন্ধ করার একমাত্র উপায়, অন্য কোন উপায়ে যে তাহা সম্ভব নহে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান জগতের অবস্থা, যাহা জ্ঞানী মাত্রই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ইউসুফ (আঃ) এই পরিস্থিতিতে একটি অতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, তিনি দরজা বন্ধ দেখিয়া হাতা-পা ছাড়িয়া নিষ্কর্মারূপে বসিয়া থাকেন নাই, বরং যেস্থানে তিনি ছিলেন ঐ স্থান হইতে যেহেতু দরজা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিতে সামর্থ্যবান ছিলেন। কোন বাধা ছিল না, তাই তিনি সামর্থজনক কর্তব্যটুকু পালন করিতে ইতস্তত না করিয়া সম্মুখপানে দৌড়িলেন; অমনিই আল্লাহর রহমতে বন্ধ দরজা খুলিয়া গেল। এই দৃষ্টান্তটিকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী এক সুন্দর উপদেশমূলক কথা বলিয়াছেন– گرچه رخنه نیست عالم راپدید # خیر یوسف وارمیباید دوید

“নিজকে রক্ষা করার জন্য যদি জগতের সমস্ত পথও বন্ধ দেখ– কোন দিকে ছিদ্র না দেখ ,তবুও কিন্তু খবরদার! তুমি হতাশ হইয়া হাত-পা গুটাইয়া নিজকে কলুষে ফেলিও না, বরং ইউসুফের ন্যায় খারাপ কাজ– আল্লাহর নাফরমানী হইতে বাঁচিবার উদ্বেগ লইয়া সম্মুখপানে ছুটিতে থাক।”

এই ব্যবস্থাবলম্বনে আল্লাহ তাআলার রহমতের সাহায্যে সহজে অধিক সাফল্য লাভ হইয়া থাকে। এক হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি এক হাত অগ্রসর হইব, সে এক হাত অগ্রসর হইলে আমি তাহার প্রতি এক বাও অগ্রসর হইব। যে আমার প্রতি হাঁটিয়া অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইব যে, দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে আমি তাহার প্রতি দৌড়িয়া অগ্রসর হইব।

(এদিকে ঘটনা গোপন রহিল না– জানাজানি হইয়া গেল, এমনকি) শহরের কতিপয় নারী (দোষারোপ করতঃ) বলিল, আজীজের (তথা উজিরের আজমের) স্ত্রী তাহার পরিচারককে ফুসলাইয়া থাকে তাহার হইতে মতলব সিদ্ধির জন্য; পরিচারকের প্রতি আসক্তি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে ঘর করিয়া নিয়াছে; আমরা তাহাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত মনে করি। আজীজের স্ত্রী তাহাদের ঐ দোষারোপ শুনিতে পাইয়া তাহাদের নিকট নিমন্ত্রণ পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য ছুরি-চাকু দ্বারা কাটিয়া খাইবার মত খাদ্য সামগ্রী ফলের ব্যবস্থা রাখিল। তাহারা উপস্থিত হইলে পর তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানা ছুরি দিল এবং ইউসুফকে বলিল, তুমি একটু তাহাদের সম্মুখে আসিয়া যাও। (বস্তুতঃ ছিলেন এত সুশ্রী সুন্দর ছিলেন যে,) তাহারা যখন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল তখন তাহাদের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল, এদিকে তাহাদের হাত কাটিয়া গেল এবং তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, সোবহানাল্লাহ– এ ত মানুষ জাতীয় নহে– এ ত উচ্চ মর্যাদাবান ফেরেশতা ভিন্ন আর কিছু নহে। তখন আজীজের স্ত্রী নিজের ওজর প্রকাশ করতঃ বলিল, এ-ই সেই ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলে। শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাহাকে ফুসলাইতেছি সত্য, কিন্তু সে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র রহিয়াছে। আগামীতেও যদি সে আমার আদেশ পুরা না করে, নিশ্চয় তাহার কারাবরণ করিতে হইবে এবং অপদস্থ হইতে হইবে। (নিমন্ত্রিত নারীরাও হযরত ইউসুফকে পরামর্শ দিল যে, তুমি তোমার গৃহকর্ত্রীর কথা রক্ষা কর)।

ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক এক বিরাট আদর্শ স্থাপন

এই পরিস্থিতি এবং এই হুমকি-ধমকি! এর মোকাবিলায় ইউসুফ (আঃ) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কিয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে এবং সারা বিশ্বের জন্য এক যুগান্তকারী উপদেশরূপে পরিগণিত হইবে। তাঁহার তৎকালীন বলিষ্ঠ উক্তি পবিত্র কোরআনের ভাষায় শুনুন। তিনি বলিলেন–

"হে আমার প্রভূ-পরওয়ারদেগার! জেলখানা ও কারাগার আমার নিকট শ্রেয় ঐ কার্য অপেক্ষা যে কার্যের প্রতি এই নারীগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে। প্রভু! তুমি আমাকে তাহাদের ফন্দি-ফেরেব হইতে বাঁচাইয়া রাখ; যদি তুমি আমাকে বাঁচাইয়া না রাখ তবে আমি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতে পারি এবং অজ্ঞানদের দলভুক্ত হইয়া যাইতে পারি।

(ইউসুফের আন্তরিকতা ও কাকুতি-মিনতির) ফলে তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগার তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন এবং নারীদের ফন্দি-ফেরেব তাঁহার উপর ক্রিয়াশীল হইতে দিলেন না; নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু শ্রবণকারী এবং জ্ঞাত।

ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ

(ইউসুফ আলাইহিস সালামের সততা ও সত্যতা অকাট্যরূপেই প্রমাণিত ও স্বীকৃত ছিল, কিন্তু আজীজ তথা উজিরে আযমের পরিবার সম্পর্কে একটা খারাপ চর্চা হইতে লাগিল, সুতরাং) অতপর ইউসুফের সততা ও সত্যতার বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও (ঐ চর্চা বন্ধ করার জন্য) সকলে ইহাই সাব্যস্ত করিল যে, ইউসুফকে কিছু দিনের জন্য কারাগারে দেওয়া হউক।

জেলখানার মধ্যে তওহীদের তবলীগ

ইউসুফ (আঃ) যখন কারাগারে গেলেন তখন (রাজ্যপতির) দুই জন পরিচারক (রাজার পানাহারে বিষ মিশ্রণ করার অভিযোগে) কারাগারে পতিত হইল। (পরিচারকদ্বয় একদা একটি স্বপ্ন দেখিল। তাহারা হযরত

ইউসুফের জ্ঞান-গুণ এবং নূরানী চেহারায় তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট ছিল, তাই তাঁহার নিকট স্বপ্ন ব্যক্ত করতঃ) তাহাদের একজন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি যেন আঙ্গুর হইতে চাপিয়া রস বাহির করিতেছি। (বস্তুতঃ ছিলও সে রাজার পানীয় সংগ্রহকারক)। অপরজন বলিল, আমি দেখিয়াছি, আমি যেন মাথায় রুটির বোঝা উঠাইয়া রাখিয়াছি, আর কতকগুলি পাখী তাহা খাইতেছে। স্বপ্ন বর্ণনান্তে তাহারা বলিল, আপনি আমাদিগকে এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দিন। আমরা আপনাকে সৎ-সাধু লোক গণ্য করি। (এই সুযোগে) ইউসুফ (আঃ) তাহাদিগকে (তওহীদের দাওয়াত দিবেন, তাই তাহাদিগকে অধিক আকৃষ্ট করার জন্য) বলিলেন, (আমি স্বপ্নের অর্থ ভালরূপেই বলিতে পারিব; আমাকে ত আল্লাহ তাআলা এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যে,) তোমাদের খাদ্য যাহা তোমাদিগকে আহার করিতে দেওয়া হয় তাহা তোমাদের নিকট পৌঁছিবার (এবং তাহা দৃষ্টিগোচর হইবার) পূর্বেই আমি তাহার পূর্ণ বৃত্তান্ত বলিয়া দিতে পারি; এই অসাধারণ বিদ্যা ও অভিজ্ঞান আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত।

আমি তোমাদিগকে একটি বিশেষ কথা শুনাইতেছি– আমি এইরূপ লোকদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছি যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, পরকালকেও অস্বীকার করে। পরন্তু আমি আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মতবাদের অনুসারী। আমাদের জন্য কখনও সম্ভব হইতে পারে না যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করি। (এই সত্যের সন্ধান লাভ) ইহা হইতেছে আমাদের ও বিশ্বমানবের উপর আল্লাহর একটি অনুগ্রহ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক লোক এই নিয়ামতের কদর বা মূল্য দান (তথা তাহাকে গ্রহণ) করে না।

হে আমার কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! বল দেখি– বিভিন্ন প্রভু গ্রহণ করা ভাল, না এক অদ্বিতীয় পরম পরাক্রমশালী আল্লাহকে মাবুদরূপে এককভাবে গ্রহণ করা ভাল?

তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যত কিছুর উপাসনা কর (সে সবই অবাস্তব–) সেগুলির আছে শুধু নাম, যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা নির্ধারিত করিয়াছ, আল্লাহ এগুলি সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেন নাই।

জানিয়া রাখ, হুকুমের মালিক আর কেহ নাই এক আল্লাহ ব্যতীত। তিনি এই হুকুম করিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিও না– ইহাই হইতেছে সঠিক ও সুদৃঢ় ধর্ম, কিন্তু অনেক লোক তাহা বুঝে না।

অতপর তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলিলেন– হে আমার সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন– (যে প্রথম দেখিয়াছে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে এবং তাহার চাকুরী বহাল থাকিবে; ফলে) সে রাজাকে (পূর্বেরমত) সুরা পান করাইবার কাজ করিবে। দ্বিতীয় জন– (যে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখিয়াছে সে দোষী সাব্যস্ত হইয়া) তাহার শূলদণ্ড হইবে এবং (শূলীকাষ্ঠে) পক্ষীদল তাহার মাথার মগজ খাইবে। তোমরা যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহার ফয়সালা ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে।

ইউসুফের কারাগার হইতে বাহির হওয়ার সূচনা

(আসামীদ্বয়ের মধ্যে) যাহার সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, (নির্দোষী সাব্যস্ত হইয়া) খালাস পাইবে তাহাকে ইউসুফ (আঃ) বলিয়া দিলেন, তোমার মনিব– রাজার নিকট আমার উল্লেখ করিও। (অতঃপর তাহাই হইল যে, ঐ ব্যক্তি খালাস পাইয়া চাকুরীতে পুনঃ বহাল হইল, কিন্তু) তাহার মনিব তথা রাজার নিকট যে, ইউসুফের উল্লেখ করিবে তাহা শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া দিল, ফলে ইউসুফ আরও কতক বৎসর কারাগারে রহিলেন।

তারপর একদা রাজা বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরু– এগুলিকে অন্য সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গরু খাইয়া ফেলিতেছে। আরও দেখিলাম, সাতটি তাজা সবুজ রঙ্গের শস্য ছড়া আর সাতটি শুষ্ক। শুষ্ক

সাতটি সবুজ সাতটি ছড়ায়ে জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে (রাজা তাহার এই স্বপ্ন বর্ণনা করিয়া বলিলেন,) হে আমার দরবারস্থ লোকগণ! তোমরা আমার এই স্বপ্নের অর্থ বলিয়া দাও যদি তোমরা স্বপ্নের তাবীর দানে অভ্যস্ত হও।

উপস্থিত সকলে বলিল, এইগুলি হইতেছে বিবিধ জল্পনা-কল্পনার সমষ্টিগত (বাস্তবহীন) স্বপ্ন। অধিকন্তু আমরা স্বপ্নের তাবীর দানে অভিজ্ঞ নহি। (পূর্বোল্লিখিত আসামীদ্বয়ের যেব্যক্তি খালাস পাইয়াছিল (–যাহাকে ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, তোমার মনিব রাজার নিকট আমার উল্লেখ করিও, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল) এবং অনেক দিন পর (রাজার এই স্বপ্নের ঘটনা উপলক্ষে স্বপ্নের তাবীর দানে অভিজ্ঞ ইউসুফের কথা) স্মরণ হইল, সে বলিল, আপনাদিগকে আমি এই স্বপ্নের অর্থ জানাইতে পারিব, আমাকে (কারাগারে একজন লোকের নিকট) পাঠাইয়া দিন (তাহাই করা হইল)।

(সে কারাগারে ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,) হে ইউসুফ! হে সত্যের প্রতীক! আমাদিগকে তাবীর দান করুন এই স্বপ্ন সম্পর্কে– সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরুকে জীর্ণ-শীর্ণ সাতটি গরু খাইয়া ফেলিতেছে এবং সাতটি তাজা সবুজ শস্য ছড়াকে অপর সাতটি শুষ্ক ছড়া জড়াইয়া ধরিয়া শুষ্ক করিয়া দিয়াছে। এই স্বপ্নের অর্থ কি তাহা আপনি আমাকে বলিয়া দিন, আমি লোকদের নিকট যাইয়া তাহাদেরকে বলিব– তাহারাও জানিয়া যাইবে।

(ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া) হযরত ইউসুফ বলিলেন, এই দেশে তোমরা অনবরত সাত বৎসর ফসল বপন করিতে থাক (এই সাত বৎসর ফসল ভাল জন্মিবে)। এবং শস্য কাটিয়া আনিবার পর তাহা ছড়া ও গুচ্ছের মধ্যেই থাকিতে দিবে, অল্প কিছু মাড়াইয়া লইবে, যে পরিমাণ আহারের আবশ্যক মনে কর। (অবশিষ্ট ফসলগুচ্ছ ছড়াসহ গুদামজাত করিয়া রাখিবে। কারণ,) এর পরই সাতটি বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষের আসিবে; প্রথম সাত বৎসরের রক্ষিত সমুদয় ফসল এই সাত বৎসরে খাইয়া নিঃশেষ করিবে; শুধু কেবল অল্প পরিমাণ যাহা (অতি কষ্টে) সামলাইয়া রাখিবে (জমিতে বপনের জন্য)। দ্বিতীয় সাত বৎসর পর আবার সুদিন আসিবে যাহাতে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টির সাহায্য পাইবে এবং ফল-ফলারির রস চিপিয়া জমা করার সুযোগও পাইবে।

(রাজ্যপতির স্বপ্নের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা– যাহার উপর লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন রক্ষা নির্ভর করে– ইহা শুনিতে পাইয়া রাজা হযরত ইউসুফের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন) এবং রাজা আদেশ করিলেন, (এই ব্যাখ্যাদানকারী) ব্যক্তিকে আমার নিকট এখনই নিয়া আস।

হযরত ইউসুফের আত্ম মর্যাদাবোধের পরিচয়

ঘটনার বিবরণ দানকারীদের মতে; এই সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দীর্ঘ দশ বৎসর কারাবাসে কাটিয়াছে। অতঃপর স্বয়ং রাজ্যপতির দূত প্রেরণ এবং সসম্মানে রাজদরবারের নৈকট্য লাভের আহ্বান মানুষের পক্ষে কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু হযরত ইউসুফের নজরে আত্মমর্যাদার মূল্য এতই অধিক ছিল যে, বর্তমান মান-মর্যাদা লাভের উদীয়মান সুযোগ তাঁহাকে উল্লাস ও উৎফুল্লতায় মাতাইতে পারিল না। দশ বৎসর পূর্বের কাহিনী তাঁহার মনে গাঁথিয়াছিল যে, তাঁহার উপর অপবাদ চাপান হইয়াছিল। প্রকাশ্যে ঐ ঘটনার ফয়সালা করিয়া স্বীয় মান-মর্যাদা ও পবিত্রতা প্রমাণ করিতে হইবে।

বাস্তবিকই এই অদম্য আত্ম মর্যাদাবোধের ধারণাও করা যায় না, যাহার মোকাবিলায় দীর্ঘ দশ বৎসর কারাবাসের পর খালাস পাওয়াকেও উপেক্ষা করা হইয়াছে। হযরত ইউসুফের এই বিরাট মনোবল ও মহতী গুণের প্রশংসায়ই রসূলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন, যাহা ১৬৩৭ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে–

وَلَوْ لَبِثْتُ طُوْلَ مَالَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ

"ইউসুফ (আঃ) যে দীর্ঘকাল কারাবাসে কাটাইয়াছেন এত দীর্ঘকাল যদি আমি কারাবাসে কাটাইতাম এবং পরে রাজার পক্ষ হইতে দূত আসিয়া আমাকে ডাকিত, তবে নিশ্চয় আমি ঐ ডাকে সাড়া দিয়া বসিতাম।"

হযরত ইউসুফের ধৈর্য ও মনোবল পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় লক্ষ্য করুন– যখন (কারাগারে) হযরত ইউসুফের নিকট রাজদূত উপস্থিত হইল (এবং রাজার আহ্বান জানাইল), তখন তিনি বলিলেন, তুমি তোমার মনিব রাজার নিকট ফিরিয়া যাও এবং জিজ্ঞাসা কর– যেসকল নারী (দাওয়াত খাওয়াকালে আমাকে দেখিয়া) নিজ নিজ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদের কোন খোঁজ আছে কিনা? (তাহাদের নিকট ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেই আমার সততা ও সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কারণ, তাহাদের সম্মুখে ঘটনার মূল– আজীজের স্ত্রী নিজেই স্বীকারোক্তি করিয়াছিল যে, সে নিজেই আমাকে ফুসলাইয়াছিল, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ পবিত্র রহিয়াছি। অধিকন্তু ঐ নারীদের দ্বারা আমার কারাবাসের আসল কারণও জানা যাইবে; তাহাদের সম্মুখেই আজীজের স্ত্রী আমাকে হুমকি দিয়াছিল, আমি তাহার কথামত কাজ না করিলে আমাকে কারাবাস ভোগ করিতে হইবে সুতরাং সেই নারীগণকে খোঁজ করিতে হইবে এবং আমার ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করিতে হইবে, তারপর আমি রাজ দরবারে যাইতে পারি– এর পূর্বে নহে)। আমার পরওয়ারদেগার নারী জাতির ফন্দি-ফেরেব সব জানেন। (সুতরাং তাঁহার নিকট ত আমার পবিত্রতা প্রমাণিত আছেই, এখন তদন্তের দ্বারা মানুষ চোখেও তাহা দেখাইতে হইবে)।

হযরত ইউসুফের সততার সাক্ষ্য

(ঐ স্ত্রীলোকগণকে খোঁজ করিয়া আনা হইল)। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঘটনা কি ছিল যখন তোমরা ইউসুফকে ফুসলাইয়াছিলে? তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল, আল্লাহর পানাহ– আমরা তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটির সূত্র পাই নাই। আজীজের স্ত্রীও তখন স্পষ্ট বলিয়া ফেলিল, এখন ত বাস্তব সত্য স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়া গিয়াছে (এখন সত্য গোপনের চেষ্টা বৃথা, অতএব আমিও স্বীকার করিতেছি,) আমিই তাহার দ্বারা মতলব হাসিলের জন্য তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম, সে সম্পূর্ণ খাঁটি ও সত্যবাদী।

সাক্ষ্যপ্রমাণের পর হযরত ইউসুফের উক্তি

অতঃপর ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, আমি এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণের তৎপরতা এই জন্য দেখাইয়াছি যে, গৃহকর্তা "আজীজ" যেন উপলব্ধি করিতে পারেন যে, আমি তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সাথে খেয়ানত বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং ইহাও যেন স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যায় যে, (নিজের মধ্যে ত্রুটি না থাকিলে) খেয়ানতকারী বিশ্বাসঘাতকদের ফন্দি-ফেরেব আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত চলিতে দেন না।

(যাঁহারা আল্লাহওয়ালা হন তাঁহারা সংযত ও সতর্ক রাখার উদ্দেশে নিজেকে সর্বদা কিরূপ গণ্য করিয়া থাকেন, হযরত ইউসুফের পরবর্তী উক্তি দ্বারা তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ইউসুফ (আঃ) ইহাও বলিলেন,) আমি আমার প্রবৃত্তি সম্পর্কে বলিতে চাই না যে, তাহা দোষমুক্ত (–দোষের সম্ভাবনাই তাহার মধ্যে নাই)। নিশ্চয় মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি তাহাকে মন্দের দিকে পরিচালিত করিতে চায়; অবশ্য যাহার প্রতি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার দয়া করেন (তাহার অবস্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে)। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ক্ষমাশীল দয়ালু।

মিসর রাজ্যে হযরত ইউসুফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

(সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণের পর) রাজা বলিলেন, তাঁহাকে (ইউসুফকে) আমার নিকট নিয়া আস, আমি তাঁহাকে আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে মনোনীত করিব। ইউসুফ (আঃ) আসিলেন এবং রাজা তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, নিশ্চয় আপনি আজ হইতে বিশ্বাসভাজন, অতি মর্যাদাশালীরূপে রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করিলেন। ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, আমাকে রাজ্যের সম্পদ-ভাণ্ডারের কর্তৃ পদে নিয়োগ করুন (সম্মুখে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিতেছে, এখন হইতে সতর্কতাবলম্বন আবশ্যক;) আমি (সমস্ত সম্পদ) ভালরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; ঐ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে।

(আল্লাহ বলেন,) ঐরূপে মিসরে আমি ইউসুফের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিলাম। (একদিন তিনি এই দেশেই কারাগারের কয়েদী ছিলেন। আজ তিনি এই দেশে বিশিষ্ট কর্তা–) তিনি যথায় ইচ্ছা তথায় বিশেষ মর্যাদার সহিত থাকিতে পারেন। (এ ঘটনায় প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়, আমি আমার বিশেষ রহমত যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারি এবং ইহাও প্রমাণিত হয়, সদাচারী লোকদের কর্মফল আমি (দুনিয়াতেও) নষ্ট হইতে দেই না, আর আখিরাতের কর্মফল ত কতই না উত্তম হইবে তাহাদের পক্ষে যাহারা ঈমান এবং তাক্বওয়া অবলম্বনকারী।

হযরত ইউসুফ সমীপে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইদের উপস্থিতি

(ইউসুফ (আঃ) মিসরে ধন-ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল আগত মহাদুর্ভিক্ষের মোকাবিলা এবং সেই সময়ে জনসাধারণের খেদমত করা। তিনি স্বীয় পরিকল্পনানুসারে কাজ চালাইতে লাগিলেন। সাত বৎসর পর সমগ্র দেশ ভীষণ দুর্ভিক্ষে পতিত হইল, এমনকি মিসরের নিকটস্থ সিরিয়ায়ও দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িল। "কানআন" (কেনান) অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষ পড়িল। দুর্ভিক্ষের সময় লোকদিগকে মিসরের সরকারী ভাণ্ডার হইতে খাদ্য ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইল। সাত বৎসর পূর্ব হইতে এই উদ্দেশেই সরকারী ভাণ্ডারকে পুষ্ট করা হইতেছিল। এইসব কাজ পরিচালনার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ইউসুফ (আঃ)।

আল্লাহ তাআলার মহিমার বিচিত্র লীলা আরম্ভ হইল। দেশ-বিদেশে এই দুর্ভিক্ষের সময় মিশর রাজ্যের খাদ্য বিক্রয়ের খবর ছড়াইয়া পড়িল এবং দূর দূরন্ত হইতে লোকদের আগমন আরম্ভ হইল। (এরই মধ্যে হযরত) ইউসুফের ঐ ভ্রাতাগণও আসিল (যাহারা তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহারা অন্যান্য লোকদের ন্যায় খাদ্যবস্তু ক্রয়ে হযরত ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত ইউসুফ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনে নাই।

(দুর্ভিক্ষের সময় বিক্রয়ে কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রর্বতন স্বাভাবিক এবং তদবস্থায় খাদ্য গ্রহণকারী প্রত্যেক পরিবারের জনসংখ্যার বিবরণ দান আবশ্যক; এই ধরনের কোন ব্যাপারে তাহারা বাড়ীতে অবস্থানকারী বৈমাত্রেয় ভাই "বিনইয়ামীন"-এর নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবে, যে ছিল ইউসুফের সহোদর ভাই)।

হযরত ইউসুফ তাহাদিগকে মাল-সামান ঠিক করিয়া দিয়া বলিলেন, আবার আসিতে বৈমাত্রেয় ভাইকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। তোমরা ত দেখিতেছ, আমি প্রত্যেক আগন্তুকের জন্য বরাদ্দকৃত পরিমাণ পুরাপুরিভাবে দিয়া থাকি এবং আমি উত্তমরূপে আতিথেয়তা করি। যদি তাহাকে আনিতে না পার তবে আমার নিকট রেশন পাইবে না, বরং তোমরা আমার নিকটেও আসিও না। তাহারা ভাবিল, পিতাকে বুঝ-প্রবোধদানে আমরা এই কাজ সমাধা করিতে পারিব।

হযরত ইউসুফ (ভাইদের সম্পর্কে এই কাজও করিলেন যে,) স্বীয় কার্যনির্বাহকগণকে বলিয়া দিলেন, তাহারা মূল্যরূপে যাহা প্রদান করিয়াছে তাহা (গোপনে) তাহাদের মাল-সামানের মধ্যে রাখিয়া দাও; আশা করা যায়– তাহারা বাড়ী যাইয়া যখন এইসব দেখিবেন তখন আমাদের সহৃদয়তা অনুভব করিয়া পুনরায় আমাদের নিকট আসিতে বিশেষরূপে আগ্রহশীল হইবে।

ভ্রাতাগণের মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন

তাহারা যখন পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল তখন পিতাকে বলিল, আগামীর জন্য আমাদের রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে –(যদি বিন্‌ইয়ামীনকে সঙ্গে লইয়া না যাই)। অতএব ছোট ভাইকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে পাঠাইবেন; তবেই আমরা রেশন আনিতে পারিব। আমরা বিশেষরূপে তাহার হেফাযত করিব।

পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, বিন্‌ইয়ামীন সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি ঐরূপ বিশ্বাসই করিব যেরূপ তাহার ভ্রাতা (ইউসুফ) সম্বন্ধে পূর্বে করিয়াছি। (অর্থাৎ মনে ত বিশ্বাস জন্মে না, তোমাদের কথা শুনিলাম মাত্র;) সুতরাং আসল বিশ্বাস ইহাই যে, আল্লাহ্ তাআলাই সর্বোত্তম হেফাযতকারী এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু।

অতঃপর যখন তাহারা মাল-সামান খুলিল তখন দেখিতে পাইল, খাদ্য বস্তুর মূল্য তাহারা যাহা কিছু দিয়াছিল তাহা তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা বলিল, হে পিতা! আর কি চাই! এই দেখুন– আমাদের প্রদত্ত মূল্য আমাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে। (আমরা ছোট ভাইকে নিয়া পুনরায় তথায় যাইব;) বাড়ীর সকলের রেশন আনিব, ভাইকে হেফাযতে রাখিব এবং (ভাইকে নেওয়ায়) এক উটের বোঝা অতিরিক্ত রেশন লাভ করিব। এইবার আমরা যাহা আনিয়াছি তাহা ত অল্প দিনের জন্য মাত্র।

দ্বিতীয়বার ভ্রাতাগণের মিসর যাত্রা

(এইবার যাত্রাকালে পূর্ব বর্ণিত শর্তানুসারে ছোট ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে সঙ্গে নেওয়ার প্রস্তাব করিলে) পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, তাহাকে আমি কিছুতেই দিতে পারি না যাবত না তোমরা আমার নিকট আল্লাহর কসম করিয়া অঙ্গীকার দাও যে, নিশ্চয় তাহাকে আমার নিকট প্রত্যার্পণ করিবে, অবশ্য যদি বিপদ-আপদে অপারগ হও তবে তাহা ভিন্ন কথা (তাহারা তাহাই করিল)। যখন তাহারা মজবুত ওয়াদা-অঙ্গীকার করিল তখন ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, আমাদের সমুদয় আলোচনা আল্লাহর হাওলা রহিল।

ইয়াকুব (আঃ) পুত্রগণকে এই উপদেশও দিলেন, হে পুত্রগণ! মিসর শহরে প্রবেশ করিতে সকলে একত্রে একই দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া বিভিন্ন দ্বারে প্রবেশ করিও। (ইহা একটি বাহ্যিক তদবীর বা ব্যবস্থা অবলম্বন মাত্র– কোন অঘটন ঘটিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য; যেমন বদ নজর লাগার আশঙ্কা বা বিদেশীদের ভিড় দেখিয়া দেশীয় লোকদের উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা। নতুবা) আল্লাহ তাআলার হুকুম (তকদীর) হটাইবার ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র আল্লাহর হুকুমই চলিবে, অতএব তাঁহার উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা এবং যাহারা ভরসা করিতে চায়– আল্লাহর উপরই ভরসা করা চাই।

আর যখন তাহারা স্বীয় পিতার উপদেশ মতে (বিভিন্ন দ্বার ও পথে) মিসরে প্রবেশ করিল (তখন পিতার উপদেশ বাস্তবায়িত হইল); অবশ্য এই ব্যবস্থা আল্লাহর কোন হুকুমকে ঠেকাইতে পারে না, কিন্তু ইয়াকুবের মনে ছেলেদের পক্ষে বাহ্যিক তদবীর স্বরূপ একটা আবেগ আসিয়াছিল, তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। (তিনি এই তদবীর খোদার হুকুম রদকারীরূপে গ্রহণ করেন নাই;) তিনি ছিলেন বিশেষ এল্‌মসম্পন্ন, যেহেতু আমি তাঁহাকে বিশেষ এল্‌ম দান করিয়াছিলাম, কিন্তু অনেক লোকই মূল তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। (ফলে বাহ্যিক তদবীরকে বাস্তব কর্তা পদের মর্যাদা দেয়)।

হযরত ইউসুফ সমীপে বিন্‌ইয়ামীনের উপস্থিতি

হযরত ইউসুফের নিকট (তাঁহার সহোদর ভাই বিন্‌ইয়ামীনকে লইয়া) যখন (বৈমাত্রেয়) ভাইগণ উপস্থিত হইল তখন তিনি (গোপনে) স্বীয় ভাইকে (আদর যত্নে) নিজের নিকটে স্থান দিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার সহোদর ভ্রাতা (ইউসুফ)। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর মেহেরবানী করিয়াছেন যে, দীর্ঘদিন পর আমাদের মিলনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। অতএব (বৈমাত্রেয় ভাইদের দ্বারা যত দুঃখ-যাতনা পৌঁছিয়াছে সব ভুলিয়া যাও), তাহারা যত কিছু করিয়া আসিতেছিল সে সম্পর্কে মনে দুঃখ রাখিও না।

বিন্‌ইয়ামীনকে রাখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা

অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) তাহাদের মাল-সামান ঠিক করিয়া দিলেন তখন ভাই (বিন্‌ইয়ামীন)-এর মাল-সামানের মধ্যে (আমলাদের দ্বারা গোপনে রৌপ্য নির্মিত) একটি পানি পানের পেয়ালা রাখিয়া দিলেন। তরপর (ভাইদের কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল, তখন) এক ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, হে কাফেলার লোকগণ! তোমরা চুরি করিয়াছ তাহারা পেছন দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের কি জিনিষ হারাইয়াছে? তাহারা বলিল, রাজার একটি পেয়ালা (যদ্দ্বারা পানিও পান করা হয়), খাদ্য শস্যও মাপিয়া দেওয়া হয় তাহা হারাইয়াছে; যে ব্যক্তি তাহা বাহির করিতে পারিবে তাহাকে এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য শস্য পুরস্কার দেওয়া হইবে, এ সম্পর্কে আমি (সরকারের পক্ষে) দায়িত্ব লইতেছি।

তাহারা বলিল, খোদার কসম– আপনারাও জানেন যে, আমরা এই দেশে কোন দুষ্কর্মের উদ্দেশে আসি নাই এবং চুরির অভ্যাসও আমাদের নাই।

রাজকীয় লোকগণ বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও (অর্থাৎ তোমাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ পেয়ালা বাহির হয়) তবে তাহার পরিণাম কি হওয়া চাই? তাহারা বলিল, যেব্যক্তির মাল-সামানের মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে সেব্যক্তি নিজেই ঐ কার্যের পরিণামরূপে গোলাম হইয়া থাকিবে; আমরা এরূপ অন্যায়কারীকে এই শাস্তিই দিয়া থাকি– আমাদের দেশের আইন ইহাই।

এই কথার উপর (কাফেলাওয়ালাদের তল্লাশি লওয়া হইবে–) প্রথমে অন্যদের মাল-সামানের তল্লাশী লওয়া হইল। অতপর ঐ ছোট ভাইয়ের মাল-সামানের মধ্য হইতে পেয়ালা বাহির করা হইল।

(আল্লাহ তাআলা বলেন, ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখা সক্ষম হউক এই উদ্দেশ্যে) আমি ইউসুফের জন্য ঐরূপ গোপন কৌশল (তাঁহার পরিকল্পনায় আনয়ন) করিয়াছিলাম। মিসরের রাজার আইন মতে (চুরি সূত্রেও) ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখিতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইয়াছে ইউসুফের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক, তাই স্বয়ং কাফেলাওয়ালাদের হাতে বিচার অর্পিত হইল; তাহারা নিজেদের আইনে রায় দিল যাহা হযরত ইউসুফের আকাঙ্খা পূরণে সহায়ক হইল। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,) আমি যাহাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদা দান করিয়া থাকি। সকল বিজ্ঞের উপর আছেন বিজ্ঞতম একজন– আল্লাহ তাআলা।

বৈমাত্রেয় ভাইগণ (বিরক্তি ভাবাপন্নরূপে) বলিল, সে যদি চুরি করিয়া থাকে তবে তাহার সম্ভাবনাও আছে; তাহারই এক সহোদর বড় ভাই ছিল, সে পূর্বে একবার চুরি করিয়াছিল।* (ভ্রাতাগণ যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছিল ইউসুফ (আঃ) তাহা বুঝিতেছিলেন) ইউসুফ (আঃ) একটি কথা মনে মনে বলিলেন–

* এই উক্তিতে তাহারা হযরত ইউসুফকেই ইঙ্গিত করিতেছিল। যাহার ঘটনা এই যে, শিশুকালে ইউসুফের ফুফু তাঁহার অনুগামিনী হইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিবার ফন্দি করিয়াছিল– রূপার একটি চেইন গোপনে ইউসুফের কোমরে গুঁজিয়া প্রচার করিল, চেইন চুরি হইয়াছে। অতঃপর তাহা ইউসুফের কোমর হইতে বাহির হওয়ায় ঐ দেশের নিয়মানুসারে ফুফুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে তাহার নিকট থাকিতে হইয়াছিল। ভ্রাতাগণ সেই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছিল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এক মায়ের পেটের দুই ভাই; বড় ভাই এক সময় চুরি করিয়াছিল; এখন ছোট ভাইও হয়ত চুরি করিয়াছে।

তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন না। তিনি (মনে মনে) বলিলেন, তোমরা ত অধিক অপরাধী, তোমরা ত আমাদেরকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিয়াছিলে)। তোমরা (আমাদের দুই ভাইয়ের চুরি সম্পর্কে) যাহা বলিতেছ (উভয় ঘটনাই যে বস্তুতঃ চুরি ছিল না) তাহা আল্লাহ তাআলা ভালরূপে জানেন।

বিন্‌ইয়ামীনকে ছাড়াইয়া নিবার চেষ্টা

অতপর তাহারা বিশেষ অনুরোধের সহিত বলিল, হে আজীজ! * এই ছেলেটির বৃদ্ধ পিতা আছে (সে তাহার জন্য পাগল)। অতএব তাহার স্থলে আমাদের একজনকে রাখিয়া দিন; আমরা আপনাকে অত্যন্ত ভদ্র ও কোমল স্বভাবের দেখিতেছি। হযরত ইউসুফ বলিলেন, আমরা আল্লাহর পানাহ্ চাই, আমাদের বস্তু যাহার নিকট পাইয়াছি সে ভিন্ন অপর একজনকে দোষী করিব না। কারণ, এমতাবস্থায় আমরা অন্যায়কারী সাব্যস্ত হইব।

তাহারা যখন বিন্‌ইয়ামীনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল তখন তাহারা তথা হইতে চলিয়া আসিল এবং পরস্পর পরামর্শ করিল। তাহাদের মধ্যে সকলের বড় যে ছিল সে বলিল, তোমাদের স্মরণ নাই কি যে, তোমাদের পিতা আল্লাহর কসম দিয়া তোমাদের হইতে ওয়াদা-অঙ্গীকার লইয়াছিলেন এবং তোমরা পূর্বে একবার ইউসুফ সম্পর্কে কি কেলেঙ্কারি করিয়াছিলে? অতএব আমি এখানেই থাকিয়া যাইব; দেশে যাইব না– স্বয়ং পিতাই আমাকে অনুমতি দেন বা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য কোন ফয়সালার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। তোমরা পিতার নিকট যাও এবং পিতাকে বুঝাইয়া বল যে, আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করিয়াছে, আমরা যাহা জানি তাহাই বলিলাম। (চুরির অপরাধে সে আটক রহিয়াছে, সে যে চুরি করিবে তাহা পূর্বে জানি না) এবং গায়েবের কথা আমরা জানিতে পারি না।

(আপনার যদি কোন রকম সন্দেহ হয় তবে) ঐ এলাকাবাসীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলার লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যাহাদের সঙ্গে আমরা আসিতেছিলাম। আমরা নিশ্চয় সত্য বলিতেছি। পিতা পূর্বের অভিজ্ঞতানুসারে বলিলেন, এইসব কিছুই নহে, বরং তোমরা একটা ঘটনা গড়িয়া লইয়াছ। সুতরাং পূর্ণরূপে ধৈর্যধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলা ইউসুফ, বিন্‌ইয়ামীন– তাহাদের সকলকে এক সঙ্গেই আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন, তিনি হইতেছেন সর্বজ্ঞ হেকমতওয়ালা। (ইয়াকুব (আঃ) নবী, তাঁহার সম্মুখে আগাম ঘটনার আভাস ভাসিয়া উঠিল; তাহারই বিবৃতি মুখেও ফুটিল,

ইউসুফের বিচ্ছেদের পুরাতন আঘাতও তাজা হইয়া উঠিল। তিনি সকল হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু সাদা (দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত) হইয়া গিয়াছিল এবং চিন্তায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সকলে তাঁহাকে (বিরক্তিভরে) বলিল, খোদার কসম– আপনি ত এক ইউসুফের চিন্তা করিতে করিতে রসাতলে যাইবেন জীবন হারাইয়া বসিবেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমার সব কিছু দুঃখ-যাতনা, আবেদন-নিবেদন একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুজুরে পেশ করিতেছি– তোমাদেরকে ত কিছু বলিতেছি না। আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জান না।

ইউসুফ ও বিনইয়ামীনের খোঁজে গমন এবং ইউসুফের পরিচয় দান

পিতা ইয়াকুব (আঃ) বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা বাহির হও; ইউসুফ ও তাহার ভাইকে লাভ করা যায় সেই ব্যবস্থার খোঁজে লাগিয়া যাও; নিরাশ হইও না। নিশ্চয় কাফের জাত ব্যতীত অন্য কেহ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হয় না।

(ভ্রাতাগণ বিন্‌ইয়ামীনকে মিসরে ছাড়িয়াই ছিল, তাই তথায় উপস্থিত হইল এবং রেশনের বাহানায়

* মিসরের তৎকালীন সাধরণ ভাষায় দেশ শাসনের কর্মকর্তাগণকে "আজীজ" বলা হইত, যেরূপ বর্তমানে আমাদের দেশে "মন্ত্রী" বা "উজির" বলা হইয়া থাকে।

মিসরের সরকারী কর্মকর্তা আজীজের নিকট পৌঁছিল; তিনি ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। তাহারা তথায় পৌঁছিয়া (প্রধান কর্মকর্তার সাথে যোগসূত্র সৃষ্টির কৌশলরূপে রেশনের আবদার উত্থাপনে) বলিল, হে আজীজ (মন্ত্রী মহোদয়)! আমরা পরিবারবর্গ লইয়া (দুর্ভিক্ষের দরুন) বিপদে পড়িয়াছি, আমরা অল্প পরিমাণ পুঁজি লইয়া আসিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে পুরাপুরি (অল্প মূল্যেই) রেশন দিয়া দেন এবং অবশিষ্ট মূল্য আমাদিগকে দান করেন তথা মাফ করিয়া দিন। দানকারীদিগকে আল্লাহ অবশ্যই প্রতিফল দিবেন।

ইউসুফ (আঃ) এইবার ভ্রাতাগণকে বলিলেন, স্মরণ আছে কি? তোমাদের অজ্ঞতার অবস্থায় ইউসুফ ও তাহার সহোদর ভ্রাতার প্রতি কি ব্যবহার করিয়াছিলে? তাহারা হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনিই কি ইউসুফ? তিনি বলিলেন, হাঁ– আমি ইউসুফ এবং এই বিন্‌ইয়ামীন আমার ভাই; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। বাস্তবিক– যাহারা গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করে, সেই মহতী লোকদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নষ্ট হইতে দেন না।

ভ্রাতাগণ স্বীকারোক্তি করিল– খোদার কসম, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং আমরা নিশ্চয় অপরাধ করিয়াছি।

ভ্রাতাগণের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা এবং পিতার নিকট নিদর্শন প্রেরণ

ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণায় বলিলেন, তোমাদের উপর আজ কোন ভর্ৎসনা নাই, আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন; তিনি সর্বাধিক মেহেরবান। (ইউসুফ (আঃ) আরও বলিলেন,) আমার এই জামাটি পিতার নিকট লইয়া যাও, ইহা পিতার চোখের উপর রাখিলেই তাঁহার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে। অতঃপর তোমাদের পরিজন সকলকে আমার এখানে নিয়া আস।

পিতা কর্তৃক ইউসুফের সুঘ্রাণ প্রাপ্তি

(যখন হযরত ইউসুফের জামা লইয়া ভ্রাতাদের) কাফেলা মিসর ত্যাগ করিল মাত্র, তখনই (সুদূর "কান্‌আ'ন দেশে) পিতা ইয়াকুব (আঃ) (গৃহবাসীদের নিকট) বলিলেন, যদি তোমরা আমার কথাকে বার্ধক্যের বিভ্রম গণ্য না কর তবে শুন নিশ্চয় আমি ইউসুফের সুঘ্রাণ অনুভব করিতেছি। উপস্থিত সকলে বলিল, খোদার কসম– আপনি ত পুরাতন বিভ্রান্তির মধ্যেই আছেন।

অতঃপর যখন (ইউসুফের) সুসংবাদ বাহক আসিয়া পৌঁছিল এবং ইউসুফের জামা পিতার চোখের উপর রাখিল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। পিতা ইয়াকুব (আঃ) তখন বলিলেন, আমি পূর্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম, আমি আল্লাহর তরফ হইতে এমন সব বিষয় অবগত হই যাহা তোমরা জান না।

যখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া গেল তখন ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ পিতা হযরত ইয়াকুবের নিকট বিনয় করিয়া বলিল, হে আমাদের স্নেহশীল পিতা! আল্লাহর দরবারে আমাদের গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আমরাই ছিলাম অপরাধী। পিতা বলিলেন, এখনই আমি তোমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করিব; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল (অতঃপর মাতা-পিতা পরিবারবর্গ কেনান হইতে মিসর যাত্রা করিলেন)।

মাতা-পিতা সকলের ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট উপস্থিতি

(পিতা-মাতার আগমন সংবাদে ইউসুফ (আঃ) তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া রহিলেন)। যখন সকলে ইউসুফের নিকট পৌঁছিলেন, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় মাতাপিতাকে নিজের সঙ্গে রাখিলেন

এবং বলিলেন, সকলে মিসর শহরে চলুন, তথায় ইনশাআল্লাহ আরাম ও শান্তিতে থাকিবেন। গৃহে পৌঁছিয়া ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতাকে রাজকীয় উচ্চাসনে স্থান দিলেন। (সকলের অন্তরে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার ঢেউ খেলিতেছিল, এমনকি শ্রদ্ধা নিবেদনের তৎকালীন জায়েয ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী) সকলে হযরত ইউসুফের সম্মুখে সেজদায় পড়িয়া গেলেন।

এই দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ইউসুফ (আঃ) বলিলেন, হে পিতা! আমার অতীত স্বপ্ন চন্দ্র-সূর্য, এগার নক্ষত্র আমার সম্মুখে সেজদা করার তাৎপর্য এই ঘটনাই। চন্দ্র-সূর্য অর্থ মাতা-পিতা, এগার নক্ষত্র অর্থ এগার ভ্রাতা। আমার পরওয়ারদেগার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিলেন।

আমার পরওয়ারদেগার আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন– আমাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়াছেন এবং শয়তান কর্তৃক আমার ও ভ্রাতাগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির পরও আপনাদের সকলকে দূরদেশ হইতে নিয়া আসিয়া মিলিত করিয়াছেন। আমার প্রভু যাহা করিতে ইচ্ছা করেন সূক্ষ্ম তদবীরের দ্বারা তাহা বিনা বাধায় করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, হেকমতওয়ালা।

হযরত ইউসুফের দোয়া

...... فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ اَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ

(হে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার! আপনি আমার প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন–) "হে আসমান-যমীনের তথা সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা! আপনি আমার অভিভাবক ইহকালে ও পরকালে। চিরকাল আমাকে খাঁটি মুসলিম তথা আপনার তাবেদাররূপে রাখিবেন, এই অবস্থায়ই মৃত্যু দান করিবেন এবং নেক লোকদের শামীল রাখিবেন।* (আমীন!)

হযরত আইউব (আঃ)

হযরত আইউবের বংশ ও সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বোখারীর মতামতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আইউব আলাইহিস সালামের সময়কাল মূসা আলাইহিস সালামের এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের সময়কালের মধ্যবর্তী সময়ে ছিল, তথা হযরত মূসার পূর্বে এবং হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের পরে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মত সমর্থন করেন।

---

* মিসরের তৎকালীন সাধরণ ভাষায় দেশ শাসনের কর্মকর্তাগণকে "আজীজ" বলা হইত, যেরূপ বর্তমানে আমাদের দেশে "মন্ত্রী" বা "উজির" বলা হইয়া থাকে।

* হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনীর বিরাট অংশের উল্লেখযোগ্য মহিলাটি সর্বসাধারণ্যে "জোলেখা" নামে পরিচিতা। সেই জোলেখার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নানারূপ উপকথা বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই জোলেখার স্বামী উজিরে আজমের ইন্তেকাল হইয়া যায়। সে যেহেতু নপুংসক ছিল, তাই জোলেখা তখনও কুমারী ছিলেন। স্বয়ং রাজার মাধ্যমে হযরত ইউসুফের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ইউসুফ (আঃ) কৌতুক করিয়া একদিন বলিলেন, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে বর্তমান ব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা কত উত্তম ইয়াছে! জোলেখা লজ্জিত স্বরে ওজর বর্ণনা করিলেন।

আর এক বর্ণনায় আছে, একদা জোলেখা অভাবে পড়িয়া হযরত ইউসুফের দরবারে আসিলেন এবং তাঁহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসার যোগ্য ঐ মহান আল্লাহর যিনি তাঁহার তাবেদারীর বদৌলতে গোলামকে বাদশাহ বানান এবং তাঁহার নাফরমানীর পরিণামে বাদশাহকে গোলাম বানান। ইউসুফ (আঃ) তাঁহার প্রয়োজন পুরা করিয়া দিলেন এবং পরে তাঁহার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হইলেন। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে তাঁহার কৌমার্য ও সৌন্দর্য পুনঃ দান করিলেন।

এক বর্ণনায় আছে– বিবাহের পর জোলেখার প্রতি হযরত ইউসুফের মহব্বত অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। আর জোলেখার মহব্বত কম হইয়া গিয়াছিল। ইউসুফ (আঃ) এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আপনার উসিলায় আল্লাহর মহব্বত এই পরিমাণ লাভ হইয়াছে যে, তাহার সম্মুখে অন্য সব মহব্বত ম্লান হইয়া গিয়াছে।

হযরত আইউবের বংশ তালিকা সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতামতও উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল। তাহাদের মত এই যে, আইউব (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের বংশধর। হযরত ইব্রাহীমের স্ত্রী ছারাহ (আঃ)-এর পক্ষের পুত্র হযরত ইসহাকের এক পুত্র ছিল ইয়াকুব যাঁহার অন্যনাম ইসরাঈল; তাঁহার হইতে বনী-ইসরাঈলের বংশ। হযরত ইসহাকের আর এক পুত্র ছিল "ঈসু" তাহার অন্য নাম "আদুম", আইউব (আঃ) তাঁহার বংশের একজন। আইউব (আঃ) দুই বা তিন জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে আদুমের সঙ্গে মিলিত হন।

হযরত আইউবের বংশ পরিচয় লাভের পর তাঁহার আবাস ভূমির খোঁজ সহজেই লাভ হয়। কারণ তিনি "আদুম" বংশের লোক। আদুমী জাতির অবস্থান যে অঞ্চলে ছিল সেই অঞ্চলটি এশিয়ার অন্তর্গত (বর্তমানে জর্দান রাজ্যের আওতাভুক্ত) মরু সাগর– "Dead sea" ও আকাবা উপসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উত্তরে মরু সাগর ও ফিলিস্তীন, দক্ষিণে আকাবা উপসাগর ও মাদইয়ান, পশ্চিমে সাইনা উপত্যকা, পূর্বে আরবের উত্তর সীমান্ত ও "মাওয়াব" অঞ্চল।

অবশ্য আদুমী জাতির আবাস অঞ্চল পরবর্তীকালে আরও বিস্তার লাভ করিয়া মরু সাগর হইতেও উত্তরে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; যাহার কতিপয় শহরের নাম "তওরাত" কিতাবেও উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে "বোসরা" (ইরাকস্থিত "বসরা" নহে) শহরের নামও আছে। আরব ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ফিলিস্তীনের নিকটবর্তী মরু সাগর হইতে প্রায় এক শত মাইল উত্তরে মরু সাগর ও দামেশকের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত; এখনও বোসরা নামেই প্রসিদ্ধ। হযরত রসূলে করীমের যুগেও " বোসরা" গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। আইউব (আঃ) এই "বোসরা" শহরেরই অধিবাসী। (আরজুল-কোরআন ২য় খণ্ডঃ ১, ২৮, ৩৮ পৃঃ)।

কোরআন শরীফে হযরত আইউব আলাইহিস সালামের বিশেষ কোন ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। শুধু কেবল তাঁহার একটি ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন– কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ধনে-জনে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পরীক্ষায় তিনি অসীম সবরের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কষ্ট-যাতনা ধৈর্যের সীমা অতিক্রমকারী ছিল, কিন্তু তিনি এক মুহূর্তের জন্যও সবর ভঙ্গ করেন নাই। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিজের সম্পক বহাল রাখিয়াই নয় শুধু বরং বিপদের কঠোরতা ও আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার প্রতি অধিক ধাবিত হইলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাঁহাকে সবরের সুফল প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্ববাসীকে সবর শিক্ষাদান এবং তাহার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা তাঁহার সেই পরীক্ষা ও সবরের ইতিহাস পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন– وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

আইউবের ঘটনা স্মরণ কর; যখন তিনি স্বীয় প্রভুকে ডাকিলেন, হে প্রভু! আমার উপর কষ্ট-যাতনা পড়িয়াছে; আপনি সকল দয়ালের শ্রেষ্ঠ দয়াল; আমাকে কষ্ট-যাতনা হইতে রক্ষা করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ـ

আমি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলাম, সেমতে তাঁহার কষ্ট-যতনা সমূলে দূর করিয়া দিলাম; তাঁহার হারান পরিজনবর্গ পুনঃ দান করিলাম এবং ঐ পরিমাণ তৎসঙ্গে আরও দান করিলাম– ইহা আমার রহমত ছিল। এই ঘটনায় অনেক শিক্ষা রহিয়াছে এবং আল্লাহর গোলামীকারীদের জন্য ধৈর্যের সুফল লাভের চিরস্মরণীয় নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা আম্বিয়া– পারা –১৭; রুকু– ৬)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ ـ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ـ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ـ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ـ وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

আমার বিশিষ্ট বান্দা আইউবের ঘটনা স্মরণ কর। যখন তিনি স্বীয় প্রভুকে ডাকিলেন, হে প্রভু! শয়তান আমাকে কষ্ট-যাতনায় ফেলিয়াছে। (আমাকে রক্ষা করুন। আল্লাহ বলেন, তাঁহাকে বলিলাম,) নিজ পা দ্বারা যমীনে আঘাত করুন। (তাহাতে তৎক্ষণাৎ এক পানির ঝরণা বাহির হইল; আল্লাহ তাআলা বলিলেন,) ইহা আপনার গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানির স্থান এবং পান করিবার জন্য। (আইউব (আঃ) ঐ পানিতে গোসল এবং তাহা পান করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। এইরূপে) আমি তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্তি দিয়াছি। আর তাঁহার পরিজনবর্গ এবং আরও অধিক পরিমাণ দান করিয়াছি। (ইহা ছিল তাঁহার প্রতি) আমার বিশেষ রহমত এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য স্মরণীয় উপদেশস্বরূপ।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهٖ وَلَاتَحْنَثْ - اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا - نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ -

আরও (এক অনুগ্রহ যে, আইউবকে সুযোগ দিয়াছিলাম,) এক মুষ্টি তৃণগুচ্ছ হাতে লইয়া তাহা দ্বারা স্ত্রীকে মারুন এবং কসম ভঙ্গ করিবেন না। নিশ্চয় আইউবকে আমি ধৈর্যশীল পাইয়াছিলাম; নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতি মহৎ বান্দা, আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগী। (সূরা সেয়াদঃ পারা– ২৩, রুকু–১৪)

আইউব (আঃ) আল্লাহর আদেশ মতে ঐ পানিতে গোসল করিলেন এবং পানি পান করিলেন; সেই অছিলায় আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন।*

এইরূপে হযরত আইউবের শারীরিক বিপদ দূরীভূত হইল; তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য পুনঃ লাভ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ধন-জনের ক্ষতি পূরণও হইল। কাহারও মতে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত তাঁহার সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তাআলার কুদরতে জীবিত ইয়া উঠিল তদুপরি আরও সন্তান জন্ম লাভ করিল। অধিকাংশের মতে মৃতগণ জীবিত হয় নাই, কিন্তু নূতনভাবে যে সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছিল তাহারা গুণে-জ্ঞানে এবং সংখ্যায় পূর্ব সন্তানগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল।

ধন-দৌলতের দিক দিয়াও তাঁহার পূর্বাপেক্ষা বহু আধিক্য লাভ হইল, এমনকি আল্লাহ তাআলার কুদরতে ঘাটে-মাঠে তাঁহার উপর স্বর্ণ-পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া পড়িত– যেমন প্রথম খণ্ডে ২০৩ নং হাদীছে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আইউবের স্ত্রী অতিশয় নেককার এবং স্বামীভক্তা ছিলেন। হযরত আইউব কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সকল বন্ধু-বান্ধবই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁহাকে মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেন নাই, ঐ অবস্থায় তিনি জানে-প্রাণে তাঁহার খেদমতে লাগিয়া থাকিতেন। একদা তাঁহার দ্বারা কোন একটু ত্রুটি হইয়া গেল। রুগ্ন আইউব (আঃ) তাহাতে ভীষণ চটিয়া গেলেন, এমনকি কসম করিয়া বসিলেন যে, সুস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে একশত বেত্রাঘাত করিবেন। রাগের সময় কসম খাইয়া বসিয়াছেন; কিন্তু যেহেতু স্ত্রীর অপরাধও সামান্য ছিল, তাই পরবর্তীকালে আইউব (আঃ) নিজেও এই কসমে অনুতপ্ত ছিলেন নিশ্চয়; এতদ্ভিন্ন এইরূপ স্বামীভক্তা নেককার স্ত্রী সামান্য ত্রুটিতে বেত্রাঘাত খাইবেন তাহাও অসহনীয়। এদিকে কসম ভঙ্গ করাও সাধারণ ব্যাপার নহে।

এইসব ব্যাপারেও হযরত আইউবের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ হইল। আল্লাহ তাআলা কসম পূরণের বিধানে শুধু তাঁহার পক্ষে এক বিশেষ সংশোধনী দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে আদেশ করিলেন,

* বহু সমালোচিত পণ্ডিত তাঁহার অভ্যাসের দাসত্বে ارکض। শব্দের অর্থ অভিধান গ্রন্থের নাম ভাঙ্গাইয়া এই তফসীর করিয়াছেন যে, আল্লাহ আইউবকে আদেশ করিলেন–"তুমি দ্রুত পদে পলায়ন কর; এই দেখ গোসল করার ও পান করার পানি এখানে মওজুদ আছে।"

পণ্ডিত সাহেবের এই উদ্ভট অপব্যাখ্যা সম্পর্কে এতটুকুই জিজ্ঞাস্য যে, দীর্ঘ তেরশত বৎসরে শত শত তফসীর বিশেষজ্ঞ ইমামগণের কেহ আপনার এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি? করিয়া থাকিলে কোন তফসীরে তাহা লিপিবদ্ধ আছে?

আমরা যে তফসীর বর্ণনা করিয়াছি তাহা ইবনে জরীর, রুহুল মাআনী, দুররে মনসুর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তফসীরের কিবাতসমূহে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) এর চাচাত ভাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও উক্ত তফসীর বর্ণিত হইয়াছে। (দুররে মনসুর)

একশত তৃণের গুচ্ছ হাতে লইয়া তাহার দ্বারা স্ত্রীকে একবার প্রহার করুন; তাহাতেই একশ'ত বেত্রাঘাত করার কসম পূর্ণ গণ্য হইবে। অন্য কাহারও পক্ষে এই নিয়মে কসম পুরা হইবে না- ইহা শুধু হযরত আইউবের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।*

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে চারিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে-(১) হযরত আইউবের কষ্ট-যাতনা, (২) ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা, (৩) পূর্বের পরিজনবর্গ এবং আরও তৎপরিমান অধিক প্রদত্ত হওয়া, (৪) একমুষ্টি তৃণগুচ্ছ দ্বারা প্রহার করতঃ কসম ভঙ্গ করা হইতে নিষ্কৃতি লাভ। এই চারিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিবরণ আবশ্যক। নিম্নে এই সব বিষয়ের সমষ্টিগত একটি বিবরণ দান করা হইতেছে।

আইউব (আঃ) ধনে-জনে, স্বাস্থ্যে-সম্পদে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পুষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ তাআলার শোকরগুজারী করিয়া থাকিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মর্তবা আরও বাড়াইবার জন্য এবং বিশ্ববাসীকে ধৈর্যের স্বরূপ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে পরীক্ষায় ফেলিলেন। তাঁহার শস্য-ফসল সব নষ্ট হইয়া গেল, পশুপাল মরিয়া গেল, আওলাদ-ফরজন্দ নিখোঁজ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় মরিয়া গেল, নিজে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন- এমতাবস্থায় বন্ধু-বান্ধব সব পৃথক হইয়া গেল; শুধু স্ত্রী তাঁহার খেদমতে নিয়োজিত হইয়া রহিলেন।

হযরত আইউবের রোগ সম্পর্কে অনেক বিবরণ দেখা যায়, কোনটা অতিরঞ্জিতও মনে হয়। কোরআন-হাদীছে নির্দিষ্ট রোগের উল্লেখ নাই। এ সম্পর্কে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট- (১) রোগ অতি কঠিন ছিল (২) এই শ্রেণীর রোগ নিশ্চয় ছিল না যাহা সর্ব সাধারণের ঘৃণার কারণ হয়; আল্লাহ তাআলা পয়গাম্বরকে এইরূপ অবস্থায় ফেলেন না যাহাতে তাঁহার প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে, নতুবা নবুয়তের উদ্দেশ্য- সর্বসাধারণের হেদায়াত কার্যে ব্যাঘাত ঘটিবে।

শয়তান কষ্ট-যাতনায় ফেলিয়াছে এই উক্তির ব্যাখ্যা

কষ্ট-যাতনা ও রোগ-শোকের বাহ্যিক ও নিকটবর্তী কার্যকারণ কোন কিছু থাকে বটে, কিন্তু অনেক সময় সব কিছুর গোড়ায় অন্য একটি মূল কার্যকারণ এই থাকে যে, কোন গোনাহ ও আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কাজ করা হইয়াছে তদ্দরুন বিপদ আসিয়াছে শাস্তির জন্য বা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার জন্য। এই মূল

---

* পূর্বোল্লিখিত পণ্ডিত সাহেব এস্থলেও অপব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছেন এবং স্বভাবগত অভ্যাসের দাস হইয়া لا تحنث শব্দের আভিধানিক পাণ্ডিত্য দেখাইতে যাইয়া একটি মনগড়া সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, حنث শব্দের আসল অর্থ "পাপ, গোনাহ"। অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন; "স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "কসম ভঙ্গ করা" অর্থ ঐ শব্দের আসল তাৎপর্য নহে। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়াই একটা নিজের মনগড়া আজগুবি গোঁজামিলকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যারূপে প্রাধান্য দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তিনি বাংলাভাষায় পাণ্ডিত্যের জোরে অন্যান্য ভাষাকেও ঠেলিয়া নিয়া যাইতে চেষ্টা করেন এবং লাগামহীনভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। তিনি যদি আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানও রাখিতেন তবে ঐরূপ বাস্তবের বিপরীত স্বপ্ন দেখিতেন না।

আরবী ভাষায় কোন শব্দের আসল অর্থ এবং তাহার উপঅর্থ জানিতে হইলে কোন পণ্ডিতের গবেষণার আবশ্যক হয় না, তাহার জন্য বিশেষ অভিধান বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই শ্রেণীর সর্বাধিক সুপ্রসিদ্ধ অভিধান "আসাসুল বালাগাহ" হইতে আলোচ্য حنث শব্দ সম্পর্কে একটু উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি-

حنث فی یمینه حنثا ـ وقع فی الحنث ومن المجاز بلغ الغلام الحنث (وکانوا یصرون علی الحنث العظیم) وهو الذنب استعیر من حنث الحانث الذی هو نقیض البر ـ

অর্থাৎ حنث শব্দের আসল অর্থ "কসম ভঙ্গ করা" পক্ষান্তরে তাহার একটি উপঅর্থ হয় গোনাহ ও পাপের অর্থ; وكانوا يصرون على الحنث العظيم এই আয়াতে ঐ উপঅর্থই উদ্দেশ করা হইয়াছে। গোনাহ বা পাপের উপঅর্থ حنث শব্দের আসল অর্থ "কসম ভঙ্গ করা" হইতে হাওলাত স্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, পণ্ডিত সাহেব তাহার গোঁজামিলপূর্ণ ব্যাখ্যায় শুধু যে তফসীর বিশেষজ্ঞ ইমামগণের বরখেলাফ করিয়াছেন তাহাই নহে, বরং আভিধানিক বিষয়াবলীতেও ভুল সিদ্ধান্তের ও অবাস্তব তথ্যের আশ্রয় লইয়াছেন। এই ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র কোরআনের তফসীরকার সাজা কি সমীচীন হইয়াছে!

কার্যকারণ তথা "গোনাহ"-র মূল সূত্র হইল শয়তান; মানুষ শয়তানের প্ররোচনায়ই গোনাহ করিয়া বসে। এইরূপে সূত্রের সূত্র হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে রোগ-শোক, কষ্ট-যাতনার মূল সূত্র দাঁড়ায় শয়তান।

হযরত আইউবের রোগ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে বস্তুতঃ তাঁহার মর্তবা বাড়াইবার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন গোনাহের কারণে ছিল না। কিন্তু আইউব (আঃ) নম্রতাবশে ভাবিলেন, শয়তানের কারসাজিতে আমার দ্বারা কোন ক্রটি হইয়াছে, যার ফলে বিপদ আসিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন مسنى الشيطان بنصب وعذاب "শয়তান আমাকে কষ্ট-যাতনা পৌঁছাইয়াছে।"

আইউব (আঃ) নবী হইয়াও কষ্ট-যাতনায় নিজেকে অপরাধী গণ্য করিয়াছিলেন, শয়তানকে শত্রুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের সর্ব-সাধারণের পক্ষে এই আদর্শ অবলম্বন করা অতি কল্যাণময় ও মঙ্গলজনক। কারণ, এই উপলব্ধির ফলে বিপদ-আপদের ন্যায় কঠিন সময়েও মানুষের জন্য এনাবত-ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি রুজু ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ সহজ হইয়া যায় এবং বিপদের কারণে (মাআযাল্লাহ) আল্লাহর প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টি না হইয়া শয়তানের প্রতি শত্রুতার ভাব বাড়িয়া যায়, যাহা মানুষের জন্য মঙ্গলজনক।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন- اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ

"নিশ্চয় জানিও, শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু, তোমরা সর্বদা তাহাকে শত্রুই গণ্য করিও।"

আইউব (আঃ) যে সব বিষয়ে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা পবিত্র কোরআনের বিঘোষিত পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ـ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ ـ

অর্থঃ আর জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব (কম বা বেশী) কিছু পরিমাণ ভয়-ভীতি দ্বারা (তথা শত্রুর বা বিপদের আক্রমণ দ্বারা) এবং অনাহারীর (তথা খাদ্য-খাবারের অভাব-অনটন দ্বারা) এবং ধন-সম্পদ, জন-ফরজন্দ ও ফল-মূলের বিনষ্টির দ্বারা। সুসংবাদ শুনাইয়া দিন ঐ সব ধৈর্যাবলম্বনকারীকে যাঁহারা বিপদের সময় মনে-মুখে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিয়া থাকেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"-আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার (তথা আমরা আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রকার ক্ষমতার আওতাভুক্ত; অতএব তিনি আমাদিগকে যেকোন অবস্থায় রাখিতে পারেন; তহাতে আমাদের কিছু ভাবিবার নাই)। এবং নিশ্চয় আমরা সকলে আল্লাহ তাআলার প্রতি ফিরিয়া যাইব, (অতএব আমাদের ইহকালীন দুঃখ-কষ্ট বিফল যাইবে না, তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি নিশ্চয় আমাদিগকে সবরের মেওয়া দান করিবেন)।

এইরূপ ধৈর্যশীলদের প্রতি তাঁহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে শত ধন্যবাদ এবং রহমত; আর তাঁহারাই সঠিক পথের পথিক। (পারা- ২, রুকু- ৩)

আইউব (আঃ) সীমাহীন বিপদে পড়িলেন, কিন্তু বিপদের স্রোতে ভাসিয়া প্রভুহারা হইলেন না; বরং সেই স্রোত তাঁহাকে অধিক দ্রুত ধাবিত করিল তাঁহার প্রভুর প্রতি। বিপদাবস্থায় তাঁহার এনাবত ইলাল্লাহ- আল্লাহর প্রতি আনুরাগ অধিক বৃদ্ধি পাইল, তিনি পূর্ণ সবরের পরিচয় দিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলার বিঘোষিত নীতির বিকাশ আরম্ভ হইল- সবরে মেওয়া ফলনের রীতি বাস্তবায়িত হইল।

প্রথমে আল্লাহ তাআলা গায়েবী মদদে হযরত আইউবের আরোগ্যের ব্যবস্থা করিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত আইউবকে বলিলেন, "আপনি মাটির উপর পদাঘাত করুন।" আইউব (আঃ) তাহা করিলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরতে তথায় ঠাণ্ডা পানির ঝর্ণা আবিষ্কার হইল। যেরূপ হযরত ইসমাঈলের শৈশবে তাঁহার জন্য যমযম কূপের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা আজও বিদ্যমান আছে।

আইউব (আঃ) আল্লাহ তাআলার এই সব নেয়ামত লাভ করিলেন– ইহা তাঁহার সবরের জাগতিক ফল ছিল। তাহাই আল্লাহ তাআলা সকল নেয়ামত উল্লেখান্তে বলিলেন–انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب "নিশ্চয় আইউব আমার নিকট বড়ই ধৈর্যশীল প্রমাণিত হইয়াছিলেন, তিনি ছিলেনও অতি মহৎ বান্দা, আমার প্রতি রুজুকারী ও অনুরাগী।"

হযরত মূসা (আঃ)

বনী ইস্রাঈল বংশের প্রসিদ্ধ রসূল মূসা (আঃ) এবং তাঁহারই বয়োজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা হারুন (আঃ) তাঁহাদের পিতার নাম ছিল এমরান। ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকুবের সঙ্গে মাত্র তিন জন পিতা-পিতামহের মাধ্যমে হযরত মূসার বংশ মিলিত হয়। হযরত মূসার পিতামহের পিতামহ ছিলেন ইয়াকুব (আঃ)।

হযরত মূসার পয়গাম্বরীর যমানায় তাঁহার সাধারণ সম্পর্ক সুয়েজ ও সুয়েজ উপ সাগরের পূর্বপারে সাইনা বা সীনা উপত্যকা, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, ইত্যাদির সঙ্গে ছিল; কিন্তু তাঁহার জন্ম ছিল সুয়েজের পশ্চিম পারস্থিত মিসরে।

বনী ইস্রায়ীলের আসল আবাস ভূমি ছিল ফিলিস্তিনের "কান্‌আন" শহর এলাকায়, কিন্তু হযরত ইয়াকুবের শেষ আমলে হযরত ইউসুফের ঘটনায় তাঁহারা তথা হইতে মিসরে আসিয়াছিলেন; বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইউসুফের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মূসার জন্ম

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইউসুফ (আঃ) খৃষ্ট সনের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্বে মিসরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কতেক বৎসর পর হইতেই বনী ইসরাঈল মিসরে আবাদ হইল। এর প্রায় ৩০০/৩৫০ বৎসর পর হযরত মূসার জন্মের যুগ। ঐ যুগে মিসরে রাজাগণের প্রত্যেকেরই উপাধি হইত " "ফেরআউন"। খৃষ্টপূর্ব ১২৯২ হইতে ১৩১৫ পর্যন্ত যে ফেরআউনের রাজত্ব ছিল, তাহারই আমলে মিসরে হযরত মূসার জন্ম হয়। উক্ত হিসাব মতে হযরত মূসার জন্ম খৃষ্টপূর্ব (১২০০) দ্বাদশ শতাব্দীর যুগে। (কাসাসুল কোরআন)

কাহারও মতে তাঁর জন্ম খৃষ্টপূর্ব (১৬০০) ষষ্ঠদশ বা (১৭০০) সপ্তদশ যুগে এবং তাহাদের মতে মিসরে হযরত ইউসুফের প্রবেশ খৃষ্টপূর্ব (২০০০) বিংশ শতাব্দী যুগ ছিল। (আরজুল কোরআন) হযরত মূসার জন্মের সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত; ঐ সবের বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে।

হযরত মূসার জন্ম এমন কঠিন সময়ে হইয়াছিল যখন, মিসরস্থ দুর্ধর্ষ রাজা ফেরআউনের আদেশবলে বনী ইসরাঈল বংশের নবজাত প্রত্যেকটি ছেলে সন্তানকে মারিয়া ফেলা হইত। কারণ, জ্যোতিষগণ তাহাকে খবর দিয়াছিল যে, এই বনী-ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণকারী একজন পুরুষের হাতে তাহার ধ্বংস ঘটিবে, তাই সে তাহার মোকাবিলায় ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের লীলা– ঐ সময়ে হযরত মূসা (আঃ) উক্ত ফেরআউনেরই শাসন এলাকায় তাহার রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শুধু বাঁচিয়াই রহিলেন না, বরং সেই ফেরআউনের গৃহেই দীর্ঘ ৩০ বৎসর আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

نَتْلُوْ عَلَيْكَ مِنْ نَبَاَ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

আপনাকে মূসা ও ফেরআউনের ঘটনা ঠিক ঠিক শুনাইব মোমেনদের জন্য।

اَنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآئَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ -

অর্থ ঃ নিশ্চয় ফেরআউন অতিশয় স্বেচ্ছাচারী হইয়া ছিল দেশের উপর এবং দেশের অধিবাসীগণকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল; তাহার একটি দল (তথা বনী ইসরাঈল)-কে হীন ও দুর্বল করিয়া রাখাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। সে তাহাদের মেয়েগকে জীবন্ত রাখিত (দাসী বানাইয়া) আর ছেলে সন্তানগুলিকে জবাই করিত; নিশ্চয় সে ছিল মস্ত বড় ফাসাদকারী।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ - وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ -

অর্থ ঃ (আল্লাহ বলেন,) এদিকে আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি বিশেষ অনুগ্রহ করি ঐ দলের উপর যাহাদিগকে হীনবল করিয়া রাখা হইতেছিল এবং তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করি ও তাহাদিগকে দেশের উত্তরাধিকারী করি এবং তাহাদিগকে দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি; আর ফেরআউন ও তাহার উজির হামান এবং তাহাদের লোক-লস্করদের দেখাইয়া দেই ঐ পরিস্থিতি যাহার আশঙ্কা তাহারা করিতেছিল।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -

অর্থ ঃ (মূসা জন্মগ্রহণ করিলেন,) আমি মূসার জননীর অন্তরে এই নির্দেশ মর্ম ঢালিয়া দিয়াছিলাম যে, মূসাকে দুগ্ধপান করাইয়া লালন-পালন করিতে থাক। যখন মূসার উপর (ফেরআউনী লোকদের) আশঙ্কা বোধ করিবে তখন তাহাকে (সিন্দুকে রাখিয়া) নদীতে ভাসাইয়া দিও; কোন ভয় ও চিন্তা করিও না। নিশ্চয় আমি তাহাকে তোমাদের নিকট ফিরাইয়া দিব এবং তাহাকে রসূল বানাইব।

فَالْتَقَطَهٗ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا - اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ -

অর্থ ঃ (ঘটনার) শেষে এই ঘটিল যে, ফেরআউনেরই স্ত্রী মূসাকে উঠাইয়া নিল (ছেলে বানাইয়া উপকার লাভের পাত্ররূপে তাঁহাকে পাইবে এই আশায়, কিন্তু) শেষকালে তিনি তাহাদের পক্ষে শত্রু ও চিন্তার কারণ হইলেন। নিশ্চয় ফেরআউন হামান ও তাহাদের লোকজন ঠকার কাজ করিয়াছিল।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ - لَا تَقْتُلُوْهُ - عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ -

অর্থ ঃ ফেরআউনের স্ত্রী (নদীর তীরস্থ বাগানের ঘাটে ভাসমান সিন্দুক হইতে শিশু মূসাকে উঠাইয়া ফেরআউনকে) বলিলেন, আমার তোমার নয়ন জুড়ান আদরের বস্তু হইবে এই শিশুটি– ইহাকে হত্যা করিও না। সে আমাদের উপকারে আসিবে বা তাহাকে আমরা ছেলে বানাইব। তাহারা (মূসাকে লালন-পালনের শেষফল) অবহিত ছিল না।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فَارِغًا - اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থ ঃ (ঘটনার প্রারম্ভে মূসা জননী আল্লাহর এলহাম মতে ফেরআউনের আশঙ্কায় মূসাকে সিন্দুকে রাখিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দেওয়াকালে) মূসা-জননীর মন ধৈর্যহারা হইয়া পড়িল; হয়ত সে ঘটনাটা প্রকাশই করিয়া বসিত যদি আমি (আল্লাহ) তাহাদের অন্তরকে সুদৃঢ় না রাখিতাম এই উদ্দেশে যে, সে যেন আমার উপর অবিচল বিশ্বাসী হয়।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ـ

অর্থ ঃ মূসা জননী মূসার ভগ্নীকে বলিল, মূসার (সিন্দুকের) অনুসরণ কর। সেমতে ভগ্নী তাঁহাকে দূরে দূরে থাকিয়া দেখিল; তাহার পরিচয় সম্পর্কে ফেরআউনী লোকদের অনুভূতি ছিল না।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ـ

অর্থ ঃ (আল্লাহ বলেন, মূসাকে মাতার নিকট ফিরাইতে) আমি পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, মূসা কোন ধাত্রীর দুগ্ধ পান করিবে না। (সেমতে ফেরআউনী লোকগণ সঙ্কটে পড়িলে) ঐ ভগ্নী বলিল, আমি তোমাদিগকে এমন লোকের সন্ধান দিতে পারি যাহারা এই শিশুকে যত্নে লালন-পালন করিবে।

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ـ

অর্থ ঃ এই সূত্রে আমি মূসাকে তাঁহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন সে সান্ত্বনা লাভ করে এবং তাহার চিন্তা দূর হয় এবং সে দেখিয়া লয় যে, আল্লাহর ওয়াদা-অঙ্গীকার নিশ্চয় বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু অধিকাংশ লোক সেই জ্ঞান রাখে না।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ـ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ যখন মূসা পূর্ণ বয়স্ক, পাকা-পোক্ত হইলেন তখন তাঁহাকে পরিপক্ক জ্ঞান ও এলম দান করিলাম; সৎকর্মশীলগণকে আমি এইরূপেই পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (পারা- ২০ রুকু- ৫)

উক্ত ঘটনাকে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র হযরত মূসার উপর বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহসমূহের ফিরিস্তিদানের প্রথম নম্বরে উল্লেখ করিয়াছেন। যখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসাকে নবুয়ত প্রদান করিয়া ফেরআউনকে তবলীগ করিতে যাইতে বলিলেন, আর হযরত মূসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনকে নবুয়ত দানের দরখাস্ত করিলেন। তাঁহার সেই দরখাস্তে মঞ্জুরী দান করতঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন–

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى ـ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ـ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি পূর্বে তোমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করিয়াছি– যখন আমি (তোমাকে ফেরআউন হইতে বাঁচাইবার জন্য) তোমার মাতার অন্তরে বিশেষ এলহাম করিয়াছিলাম যে, শিশু মূসাকে সিন্দুকে রাখিয়া তাহাকে দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও; দরিয়া তাহাকে কূলে ঠেকাইবে। তথা হইতে তাহাকে এমন এক ব্যক্তি উঠাইয়া নিবে যে আমারও শত্রু মূসারও শত্রু। আমি তোমার উপর স্নেহ মমতার আভা ঢালিয়া